মুহাম্মদ ইউনূস ঃ তাঁর স্বপ্ন ও সাফল্য

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার

মুহাম্মদ ইউনূস : তাঁর স্বপ্ন ও সাফল্য মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

"শাশ্বত বাংলা এবং ফরাশি বিপ্লবের ভাষাকে
সংযুক্ত করবার প্রয়াস ছিল
আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ..."

– অঁদ্রে মাল্‌রো

মুহাম্মদ ইউনূস : তাঁর স্বপ্ন ও সাফল্য

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী

অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার

মুহাম্মদ ইউনূস : তাঁর স্বপ্ন ও সাফল্য
অদ্রে মালরো ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ড. সরদার আব্দুস সাত্তার কর্তৃক "আশায় বসতি" ৬০/২ উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত ও গণমুদ্রণ লিমিটেড, মির্জানগর, সাভার থেকে মুদ্রিত।
© অদ্রে মালরো ইনস্টিটিউট অব কালচার
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৭
প্রচ্ছদ : ডঃ ইউনূসের ছবি : গ্রামীণ ট্রাস্ট এ্যানুয়েল রিপোর্ট ২০০৫ পৃষ্ঠা : ৭
লোগো : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কর্ণেল বের্জে-রূপী মালরোর সাংকেতিক স্বাক্ষর : তাঁর প্রিয় প্রাণী মার্জারের রেখাঙ্কন। নীচে আসল স্বাক্ষর।
মূল্য : ১০০.০০ টাকা
ডলার : ৩.০০ ইউরো : ২.০০

MUHAMMAD YUNUS : TĂR SHOPNO O SHAPHOLLO

Published by Dr. Sardar Abdus Sattar on behalf of the André Malraux Institute of Culture, L'Espoir, 60/2 North Dhanmondi, Kolabagan, Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 8802 9128965
E-mail : amic.bangladesh@yahoo.com
Price : Taka 100.00, US $ 3.00, Euro 2.00 only

A friend in need is a friend indeed
- Ancient Proverb

Never doubt that a small group
of thoughtful, committed citizens
can change the world :
indeed it's the only thing that ever has
- Margaret Mead

To
Professor David Kopf
&
Professor Joanna Kirkpatrick
in fond remembrance of the time
passed at
Calcutta in 1971, at Rajshahi in 1976
and at Toronto in 1984.

M. S. Q.

বাংলার রনেসঁস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডক্টর ডেভিড কফ
ও বাংলাদেশের রিকশা আর্ট সম্পর্কে প্রথম সিরিয়াস গবেষক
ডক্টর জোয়ানা কার্কপ্যাট্রিক-কে শেষ বয়সের শুভকামনা।

ম. শ. ক
২৭.১২.২০০৬

ANDRÉ MALRAUX INSTITUTE OF CULTURE

Publications :

- MÉLANGES QURESHI : DIALOGUE OF CULTURES
  Edited by
  Sardar Abdus Sattar & Muhibullah Siddiquee
  Price : Tk. 350.00, US$: 10.00
- PROGRAMME – SOUVENIR (Out of print)
- ANDRÉ MALRAUX : JIBON-I JĀR SHERA KIRTI
  By Mahmud Shah Qureshi
  Price : Tk. 125.00, US $: 5.00, Euro 4.00
- CHOTTOGRAME ANDRÉ MALRAUX
  By Mahmud Shah Qureshi
  Price : Tk. 50.00, US $: 1.00
- L'ALLIANCE FRANçAISE DE CHITTAGONG
  A Brief History With Personal Note
  By Mahmud Shah Qureshi
  Price : Tk. 100.00, Euro : 2.00
- MUHAMMAD YUNUS : TĀR SHOPNO O SHAPHOLLO
  By Mahmud Shah Qureshi
  Price : Tk. 100.00, US $: 3.00, Euro : 2.00

Distributed by

- AHMED PUBLISHING HOUSE
  66, Paridas Road, Bangla bazar, Dhaka-1100
- GONOMUDRAN LIMITED
  49, Aziz Super Market (Ground floor), Shahbag, Dhaka-1000

সূচীপত্র

ভূমিকা :
সমসাময়িকের সাক্ষ্য ॥ ৯
মুহাম্মদ ইউনূস : তাঁর স্বপ্ন ও সাফল্য ॥ ১৭
অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার ॥১৮

ফরাশি আত্মজীবনীর আলোকে ॥ ২০

পরিশিষ্ট :
ইউনূস সুভাষিত ॥ ৪৮
ডঃ ইউনূসের আত্মজীবনী ॥ ৫২
১৯৯৭-২০০৭ জীবনপঞ্জি ॥ ৫৩

প্রমাণপঞ্জি ও ছবি :
উত্তরণ : সূচীপত্র ॥ ৭২
আত্মজীবনীর নামপত্র ॥ ৭৩
আত্মজীবনীর চতুর্থ কভার ॥ ৭৪
ইউনূস ও লেখক : ২রা নভেম্বর, ১৯৯২ ॥ ৭৫
প্যারিসে শান্তি পুরস্কার বিজয়ীদের
ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী : ০৬.১০.২০০৬
ও আলফ্রেড নোবেলের উইল : প্যারিস, ২৭.১১.১৮৯৫ ॥ ৭৬
ডঃ ইউনূসের কাছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জাক শিরাকের
পত্র ও বাংলা তর্জমা ॥ ৭৭-৭৮

ভূমিকা

সমসাময়িকের সাক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথকে দেখিনি, অমর্ত্য সেনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটেনি কিন্তু মুহাম্মদ ইউনূসকে আমরা বেশ কাছেই পেয়েছি। আমরা কেউ কেউ হয়তো তাঁকে কিছু সময়ের জন্য প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন বা এখনো করছেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সুবাদে উপর্যুক্ত তিনজনই বিশ্ববরেণ্য বাঙালি এবং এক হিসাবে আমাদের সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথ কবে সেই ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বর্হিবিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছিলেন আর অমর্ত্য সেন শতাব্দী-শেষে ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী হয়ে বাঙালি মেধার গৌরব ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইউনূস, যিনি আমাদের ঘরের ছেলে এবং বিংশ শতাব্দী শেষ হবার ১০-১২ বছর আগে থেকেই যাঁর এ বিশ্বখ্যাতি লাভের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল এবং যা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকছিল, তিনি অবশেষে ২০০৬ সালে এসে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হলেন।

১৩ অক্টোবরের অসলো-ঘোষণার পর পর বাংলাদেশে এবং সমগ্র বিশ্বে দেখা গেল এর শুভ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কারো কারো মনে প্রশ্ন : অর্থনীতিতে নয় কেন? বস্তুত, অনেক দিন আগে নোবেল পুরস্কার কমিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন প্রাজ্ঞ পুরুষ আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ইউনূসের যে কর্মসাফল্য তাতে অর্থনীতিতে নয় বরং শান্তি পুরস্কারই তাঁর প্রাপ্য হবে অদূর ভবিষ্যতে। সে ভবিষ্যৎ বাণী ফলেছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭-এর সেপ্টেম্বরে ফরাশি ভাষায় ইউনূসের আত্মজীবনী প্রকাশিত হলে সেখানকার বুদ্ধিজীবী মহলে একটা শোরগোল পড়ে যায় আমাদের বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী সম্পর্কে। চারদিকে কানাঘুষা শুনতে পাওয়া যায় : 'এই যে এক ভবিষ্যতের নোবেল পীস্ প্রাইজ লরিয়েট'! সেটা বাস্তবায়িত হল অবশেষে। কিন্তু এটা নিয়ে বিশ্বে এত তোলপাড় কেন?

অনেকে হয়তো জানেন না যে, নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় সুইডিশ একাডেমীর বিভিন্ন কমিটির সুপারিশে কয়েকটি নির্ধারিত বিষয়ের জন্যে। পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্য পুরস্কার বিজয়ীদের ছবিসহ খবর বেরুলেও খুব কম লোকই তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ অবহিত। শুনেছি, এক সময়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম ৬০ জন নোবেল লরিয়েট কর্মরত ছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সাহিত্যিক – সল বেলো। তিনি অনেক বেশি পরিচিত। আসলে সাহিত্যের ব্যাপারটা একটু আলাদা। নতুন কিছু, উল্লেখযোগ্য কিছু, পড়ার আগ্রহ থেকে বিশ্বব্যাপী সাহিত্যে পুরস্কারধারী নোবেল বিজয়ীরা একটু অতি মাত্রায় বিখ্যাত হয়ে পড়েন। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীদের বেলায়ও তাই ঘটে। এটি পুরস্কারদাতা আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছানুসারে নরওয়ের জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকে। রাজনীতি কিছু কাজ করে বটে, তবে এই পুরস্কারের গুরুত্ব আর সার্বিকভাবে মিডিয়ার জগতে তার প্রচারণা মিলে এক অভিনব উৎসব শুরু হয় প্রতিবছর।

আমাদের সৌভাগ্য ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংককে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া এই পুরস্কার নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত হলো। দারিদ্রবিমোচনের সঙ্গে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের যে অন্তর্গুঢ় সম্পর্ক রয়েছে তা অনুধাবনের প্রয়াস চলল চারদিকে। তাতে একদিকে গ্রামীণ ব্যাংকের কয়েক লক্ষ সদস্যসহ সমগ্র বাংলাদেশ তথা বিশ্ববাসী দরিদ্র মানুষ যেন আজ সম্মানিত হল।

ডঃ ইউনূসের সম্মাননা লাভের ঘটনা অনেক ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। আমাদের কাছে যেটি বড় কথা সেটি হল – বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্যভাবে এনজিও তথা সেবাধর্মী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন কর্মসূচীর অসামান্য সাফল্য। এর মধ্যে আমার বন্ধু ফজলে হাসান আবেদের ব্র্যাক-এর কথা আসে প্রথমে। '৭০-এর প্রলয়ংকরী সাইক্লোনকে উপলক্ষ্য করে যে – সাহায্য প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকায় ৩ নম্বর সড়কে শেল গেস্টহাউজে শুরু হয়েছিল হেল্প (HELP) নামে তার জন্মলগ্নে তার সঙ্গে আমিও কিছুটা সংশ্লিষ্ট ছিলাম। পরে '৭৩ সালে নবগঠিত ব্র্যাক (BRAC)-এর শিক্ষা কার্যক্রমে শিল্পী রশীদ চৌধুরীসহ আমারও অংশগ্রহণের কথা ছিলো নিয়মিত কর্মীরূপে। এবং এজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনও নেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে আবেদের দু'দুটো অসাধারণ

প্রয়াস থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হলাম। তবে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি এর অগ্রগতির মাত্রা!

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যপর্যায়ে অল্প ক'জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়ে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী আগরতলায় গড়ে তুললেন বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল। যুদ্ধান্তে সাভারে দু'টি তাঁবু খাটিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করল তা রূপ পরিগ্রহ করল সুবিশাল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে (ফরাশিরা যাকে খুব আদর করে অভিহিত করে 'জিকে' বলে)। "গ্রামে চল গ্রাম গড়" শ্লোগান দিয়ে নারী কর্মসংস্থান, স্বল্পঋণ, একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্নমুখী শিক্ষা কার্যক্রম, বিশেষ করে স্বাস্থ্য-সেবা কর্মসূচী প্রভৃতির মাধ্যমে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশংসা অর্জন করেছে প্রভূত পরিমাণে।

১৯৭৬ সালে নবযুগ তেভাগা খামার কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নিয়ে ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা গ্রামে পত্তন করলেন গ্রামীণ ব্যাংকের বীজ। আমি কিছুটা কাছে থেকে দেখেছি কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক অন্য অনেকে তাতে ছিলেন সংশ্লিষ্ট। সেসব কাহিনী আজ সঠিকভাবে বলতে হবে সবাইকে । ইউনূস নিজেই বলেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। তবে তিনি স্বভাবতই বেশি করে বলেছেন জোবরার নিঃস্ব মহিলাদের জন্যে ঋণ সংগ্রহের বিষয়টি সম্পর্কে।

কে কার চেয়ে ভাল করেছেন, কত বেশি পরিমাণ করেছেন, সেটা কিভাবে বিচার করা যাবে, জানিনা। কিন্তু উপর্যুক্ত তিনটিসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান জাতীয়, সামাজিক ও আর্থিক জীবন সংগঠনে যে বিপুল অবদান রেখে যাচ্ছে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সবকিছু আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে বা ঘটছে তাই আমরা যে যা পারি, যদ্দূর পারি এদের অর্জনের কথা অন্যদের যদি অবহিত করি তাতে নির্মিত হবে ঐতিহ্যের বুনিয়াদ।

সম্ভবত কিশোর ইউনূসকে আমি প্রথম দেখি, চট্টগ্রাম শহরে কোন এক স্কাউট-মহড়ায়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল অবধি আমি তাঁর কিছু অগ্রগামী ক্লাসের ছাত্র ছিলাম চট্টগ্রামের গর্ভনমেন্ট মুসলিম হাই স্কুলে। সেসময় আমাদের ক্লাসগুলি হত কলেজিয়েট স্কুলে যেখানে অব্যবহিত পরে যোগ দেন ইউনূস। এর আগে তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে তাঁর জীবিত সহপাঠীরা আজ কথা বলতে পারেন। রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান কিছু বলেছেন। তাঁর শিক্ষক চিত্তপ্রসাদ তালুকদার সৌভাগ্যক্রমে এখনো বেঁচে

আছেন। তিনি বলবেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তাঁদের বকশির হাট রোডের বাড়ির সামনে দিয়ে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি কেননা আমরা থাকতাম চাকতাই এলাকায়। তবে তাঁর সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হয় আরো পরে। ইত্যবসরে ইউনূস একটি স্কাউট জাম্বুরী উপলক্ষে ভারত, পাকিস্তান ঘুরে এলেন এবং অর্জন করলেন অসামান্য অভিজ্ঞতা। পরে চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়নকালে উপমহাদেশের বাইরে যাবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল যা তাঁকে আরো আন্তর্জাতিকমনস্ক স্বদেশপ্রেমী ও প্রত্যয়শীল করেছে।

পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে তাঁর কলেজের ছাত্রজীবন ছিল আর-এক অভিজ্ঞতা অর্জনের সময় যা তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনে হয়েছে সবিশেষ কার্যকর। জওশন আরা রহমান বিষয়টি সুন্দরভাবে বয়ান করেছেন এক প্রতিভাধর কিশোরের গড়ে ওঠার কাহিনী-রূপে (দ্রষ্টব্য, *'কালি ও কলম'* তৃতীয় বর্ষ : দশম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৪১৩, নভেম্বর, ২০০৬, পৃষ্ঠা : ২১-২৩)। তিনি আরও জানিয়েছেন, 'তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধুটি এখনও নির্মল আনন্দে ভরপুর'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনূসের ছাত্রজীবন নিয়ে কেউ কিছু লিখেছেন বলে মনে হয় না। তিনি নিজেও সে অংশ প্রায় বাদ দিয়ে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। এক্ষণে আমার দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একটি হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার কিছু পরেই ইতিহাসের ছাত্র এনামুল হকের সহযোগে ইউনূস *উত্তরণ* শীর্ষক এক সাহিত্যপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে আমাকেও অন্যতম মনে করে তাঁরা ধরে বসলেন একটা লেখা দেবার জন্য। আলাউদ্দীন আল আজাদের নতুন গল্পগ্রন্থ, *অন্ধকার সিঁড়ি* সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ কিন্তু অম্লমধুর সমালোচনা লিখে এই শুভ উদ্যোগে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারিয়ে যায়নি আমার সংগ্রহ থেকে। তবে লক্ষ্য করা যাবে যে তখনও মুহাম্মদ ইউনূস নিজের নাম লিখতেন 'মোহাম্মদ ইউনুস' – রূপে। তাহলে বানানের ক্ষেত্রে বর্তমান পরিবর্তনটা ঘটল কখন? প্রশ্ন তেমন জরুরী নয় হয়তো, কিন্তু কৌতূহল স্বাভাবিক!

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল : সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ওয়েস্ট হাউজে ইউনূস থাকতেন। আমি নিজে ছিলাম ইস্ট হাউজে। এক পর্যায়ে ইতিহাসের শিক্ষক আব্দুল করিম হাউজ-টিউটররূপে তাঁর হল অভ্যন্তরের বাসস্থানে চট্টগ্রামের ছাত্রদের দাওয়াত করলেন। আলমগীর সিরাজ, সেকান্দার খান, আব্দুল করিম, নাসির চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে ইউনূস এবং আমি উপস্থিত ছিলাম বলে

আমার মনে পড়ে। একটা আঞ্চলিক একাত্মতাবোধ – 'আঁরা চাটগাঁইয়া নওজোয়ান' অনুভূতি ছাড়া আর কী অর্জন করতে পেরেছিলাম তা আজ আর মনে পড়ে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে ইউনূস কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। চট্টগ্রাম কলেজে তাঁর এক সমন্বিত সাধনা শুরু হল – অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, আবার একটা শিল্পকারখানা – পাকিস্তান প্যাকেজেস ও প্রিন্টিং হাউজের প্রতিষ্ঠা। তারপর ফুলব্রাইট স্কলারশীপ পেয়ে তিনি গেলেন মার্কিন মুলুকে। সেখানে অধ্যয়ন, তাঁর গবেষণা-তত্ত্বাবধানের অবদান, প্রেম ও পরিণয়, মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণায় আত্মনিয়োগ তাঁকে প্রায় এক নতুন মানুষে পরিণত করল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কাজে শুধু সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, বহুজন ব্যস্ত হয়েছিলেন বিচিত্র কর্মকান্ডে। আবুল মাল আব্দুল মুহিতের সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি যে ১৯৭১ সালে আমেরিকার বাঙালিদের বিভিন্ন উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ডঃ ইউনূস; যেমন,

> "তিনি শিকাগোর বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। টেনেসীতে তিনি ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা নেন। সেখানে ক্যাম্পাসে টিচ-ইন বা প্রচারণার উদ্যোগ নেন। তিনি ওয়াশিংটনে এসে প্রায়ই কংগ্রেসে লবি করতেন এবং জুন মাসে কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশ ইনফরমেশন কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক কাজে নিযুক্ত থাকেন। বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ মে মাস থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রতি পক্ষকালে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করে। প্রথমদিকে এই নিউজলেটার শিকাগোর শামসুল বারী ও টেনেসীর মুহাম্মদ ইউনূসের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে এর পুরো দায়িত্ব অধ্যাপক ইউনূস পালন করেন" (দ্রষ্টব্য, *'কালি ও কলম'* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১৪)।

দেশে ফিরে অব্যবস্থার কারণে তিনি হতাশ হন। উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের প্রস্তুতি-লগ্নে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সদ্য অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্বে। আমি তখন বাংলা বিভাগের রীডার ও ভাষা বিভাগের প্রধান। সহকর্মী অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের উৎসাহে আমরা দিবসের মধ্যযামে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক আলোচনা করি। ১৯৭৩-এর কোনো এক সময়ে উপাচার্য আবুল ফজলের সভাপতিত্বে ইউনূস ও আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ম্যানেজার নিয়োগের নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করি। প্রার্থী ইউনূস-প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান

'প্যাকেজেস'-এ ছিলেন কর্মরত। ডঃ ইউনূস অনেক টেকনিক্যাল প্রশ্ন করে অবশেষে প্রার্থী সম্পর্কে অত্যন্ত নির্মোহ মন্তব্য করেন। অবশ্য প্রার্থী ছিলেন চৌকষ এবং সেরা। তিনিই নিয়োগ পান। এই অভিজ্ঞতার পর ১৯৭৬ সালে ও পরে তাঁর সঙ্গে আমার কয়েক বার ছোট খাট যোগাযোগ ঘটে। সে সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান চট্টগ্রামে এসেছিলেন সিন্ডিকেট সভায় যোগদানের জন্য। বাংলাদেশ নন ফরম্যাল এডুকেশন কমিশনের সভাপতিরূপে তিনি ডঃ মঈন উদ্দিন খান ও ডঃ ইউনূসের কৃষি প্রকল্প দুটি সম্পর্কে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস পেয়েছিলেন বলে মনে পড়ে। উল্লেখ্য যে, এ সময় ডঃ ইউনূস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং প্রথমবারের মত তাঁর বক্তৃতা শুনলাম যা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী গঠনমূলক বক্তব্যে ভরপুর। স্যার এ এফ রহমান হলের প্রভোস্ট-রূপে তাঁকে আমি বার্ষিক ভোজসভায় উপাচার্য আবুল ফজল, প্রধান অতিথি শিল্পপতি এ কে খান প্রমুখের সঙ্গে পেয়েছিলাম বলেও মনে পড়ে।

তাছাড়া ১৯৭৬ সালের বসন্ত-শুরুতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিস (আইবিএস)-এর ভিজিটিং প্রফেসর ইতিহাসবিদ ডেভিড কফ ও নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী জোয়ানা কার্কপ্যাট্রিক চট্টগ্রামে এসে ডঃ ইউনূস ও তাঁর স্ত্রী ভেরা, আমার স্ত্রী নাসরীন ও আমাকে উপাচার্য ভবনে এক নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেন। গভীর রাত অবধি আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করি। যদ্দূর মনে পড়ে ইউনূস সে সময়ে তাঁর জোবরা গ্রাম সংশ্লিষ্ট পরবর্তী কালের বিখ্যাত কাজের প্রথম দিককার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। এরপর বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা নেই। ১৯৮৫ সালে আইবিএস-এর এক সেমিনার উপলক্ষে তিনি রাজশাহী আসেন এবং এক অপরাহ্নে তাঁর স্ত্রী আফরোজীসহ আমাদের মতিহার চত্বরের বাসায় কিছু সময় কাটিয়ে যান। এরপর তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে বিমান বন্দরে, ১৯৯২ সালের ১লা নভেম্বর। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা! আমরা লন্ডন অভিমুখে বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী। এক পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে খুব ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। দৃশ্যটি আবার এক দুর্লভ আলোকচিত্রেরও বিষয়বস্তু!

ইতোমধ্যে ইউনূস বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সেটি ছিল তাঁর প্রাপ্য। বরং বর্তমানে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি কিছুটা বিলম্বিত সম্মাননা এবং আমার কাছে ইউনূসের স্বপ্ন ও সাফল্য তাঁর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

যাহোক, সে কাহিনী তিনি যথেষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায়, মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে তাঁর আত্মজীবনীতে বলে গেছেন।

কিন্তু এক্ষণে আমি চাইছি কিছু ভিন্ন পর্যায়ের সাক্ষ্য। যেমন, ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসের এক ছুটির দিনে বাংলাদেশ সরকারের বহিঃসম্পদ বিভাগের সচিব আবুল মাল আব্দুল মুহিত ডঃ ইউনূসের সাথে টাঙ্গাইলের হাঁটুভাঙ্গা গ্রামে বর্ষপূর্তির কার্যক্রমে যোগ দিতে গিয়ে অনুধাবন করেছেন :

"দিবাশেষে অধ্যাপক ইউনূস আমাকে দুটি শিক্ষা দিলেন। প্রথমটি হলো, তাঁকে নতুনভাবে চিনলাম। তিনি অসাধারণ কারিশমামন্ডিত মানুষ। গ্রামের লোকের সঙ্গে এক কাতারে চলবার, তাদের উদ্বুদ্ধ করবার এবং তাদের কথা বুঝবার তাঁর এক বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। তারা তাঁর সঙ্গে হাসে, কাঁদে, নাচে, রাগ করে, বুদ্ধি নেয়। তারা তাঁর উপদেশ মন দিয়ে শোনে ও পালন করে। দ্বিতীয়টি হলো, আমাদের অশিক্ষিত, রুগ্ন, ঝগড়াটে, সংকীর্ণমনা জনশক্তিকে কাজে নিয়োজিত করলে তারাই অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে", (দ্রষ্টব্য, *'কালি ও কলম'*, একই সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ১৫)।

পরবর্তীকালে ইউনিসেফ-এর পক্ষ থেকে জওশন আরা রহমান যখন গ্রামীণ ব্যাংক-এর কর্মকান্ডে সহযোগিতা করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলেন তখন তাঁর যে অভিজ্ঞতা হল তা প্রকাশ পায় কয়েকটি কথায় :

"লক্ষ্য করেছি, ইউনূস সব সময়ে বাস্তব ক্ষেত্রে থেকেই সামনে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এভাবে সবাইকে দীক্ষিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। নিজে আকাশচুম্বী কল্পনা করে তা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন। কে জানতো নারীদের কোন কোল্যাটারেল ছাড়া ঋণ দেওয়া যাবে? কে জানতো তারা নিয়মিতভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ শোধ করতে পারবে? লেখাপড়া না-জানা ভূমিহীনরা গ্রামীণ ব্যাংকের ষোল সিদ্ধান্ত অনর্গল মুখস্থ বলতে পারবে? তাদের মধ্যে যে এতো সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা-ই বা কে জানতো? তাদের সন্তানেরা যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে - তাও তারা কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি, তারা স্বপ্নও দেখেনি। ভিটেমাটিহীন তৃণমূলরা একখন্ড জমি কিনতে পারবে, টিনের ছাউনি দেওয়া নিজের বাসগৃহ তৈরি করতে পারবে, তাতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন থাকবে, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে - তাদের জন্য এসব আকাশচুম্বী স্বপ্ন

বটে। আশা-আকাঙ্খা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু উচ্চাকাঙ্খা মানুষকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। এর জন্য অব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। এভাবে সাফল্য একদিন আসবেই। গ্রামীণ ব্যাংক আমাদের সামনে এমন একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।" (দ্রষ্টব্য, *'কালি ও কলম'*, ঐ, পৃষ্ঠা : ২৩)।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস আজ এক বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। তবে সেটা এই নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন বলে নয়। ১৯৮৬ সালে আরাকানসাসের গভর্নর বিল ক্লিনটন ও তাঁর স্ত্রী হিলারীর সঙ্গে পরিচিত এবং ক্রমশ বহির্বিশ্বে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যক্রম গৃহীত হবার পর থেকে সে সম্ভাবনা তাঁর জন্য তৈরি হয়ে আসছিল। ফ্রান্সে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশের পর (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭) সেটি অবিশ্বাস্যরকমভাবে বৃদ্ধি পেল। ফরাশি অনেক পত্র-পত্রিকায় সেকথা উল্লেখিত হল। শুনে ইউনূস নাকি মৃদু হেসে জবাব দেন,

'সবচে সুন্দর পুরস্কার আমি গণ্য করি যদি একটি লোক দারিদ্র্য এবং অসম্মান থেকে বেরিয়ে এসেছে এই নিশ্চয়তা পাই'।

(Thierry Brandt. *Le Matin,* Lausanne, 26.10.1997)।

বলা বাহুল্য, এখানেই রয়েছে ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের যথার্থ পরিচয়। ষাটোর্ধ বয়সে সুন্দর চেহারা, সুঠাম স্বাস্থ্য ও নিজস্ব স্টাইলের পোশাক-আশাক তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। ব্যক্তিগত এবং অন্য অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা আমাদের মধ্যে বড়-হয়ে-ওঠা এই প্রায়-মহামানবের মানস-আলেখ্য নির্মাণ করতে পারি। কিন্তু কেউ কি কল্পনা করতে পারেন কী অমানুষিক পরিশ্রম দিয়ে, কী কঠিন সংগ্রামে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন? কতো বড় আত্মত্যাগ তাঁকে করতে হয়েছে? স্বার্থত্যাগের কথা নাই-বা বললাম। মার্কিন পত্নী ভেরার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ, সেই স্বপ্নের দেশে বসবাসের মোহ বিসর্জন, প্রথমা কন্যা মনিকা থেকে দূরে অবস্থান তাঁকে সহনীয় করে তুলতে হয়েছে। তবে সৌভাগ্যও তাঁর পেছন পেছন ছুটে এসেছে। তাঁর বাঙালি সহধর্মিনী ডঃ আফরোজী ও দ্বিতীয়া কন্যা দীনা তাঁর সংসারে এনেছে পরিপূর্ণতা। স্বচ্ছ চিন্তা, বলিষ্ঠ উচ্চারণ, সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে তিনি বিশ্বসভায় নিজের এবং স্বজাতির জন্য একটা সম্মানজনক আসন নির্মাণ করেছেন। অপরিসীম ধৈর্য, ভয়ানক জিদ এবং সুকুমার আত্মসচেতনতাসহ তিনি স্বাভাবিক পদ্ধতি ও গতিতে কাজ করে চলেছেন। নিন্দা-প্রশংসা খুব একটা তাঁকে টলাতে পারে বলে আমার মনে হয় না। এবং সেখানেই চিহ্নিত তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি কখনোই রচিত হতো না যদি-না জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখের ৩৩ সংখ্যা *গ্রামীণ ডায়ালগ* নিউজ লেটার আমি না-পড়তাম। সেখানে ১৩ পৃষ্ঠায় 'বইয়ের দোকানে এখন (প্রাপ্তব্য)' শীর্ষক একটি ইংরেজি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আছে যাতে ডঃ ইউনূসের আত্মজীবনী যে ফরাশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তা জানা যায়। ১লা নভেম্বর, ১৯৯২ সালে বিমানে সহযাত্রী হবার সুযোগে ইউনূসের সঙ্গে আমার যে সংলাপ সম্ভব হয় তাতে পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে গ্রামীণ ব্যাংকের কিছু প্রকাশনা আমি পেতে থাকি। আমার আগ্রহ জানতে পেরে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে তাঁর ফরাশি ভাষায় প্রকাশিত আত্মজীবনীও আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণ বেরুতে দেরি আছে জেনে আমি এক দীর্ঘ পরিচিতি-প্রবন্ধ লিখি যা ছাপাতে ঢাকার দুটি বড় আকারের পত্রিকা অপারগতা জানায়। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের সৌজন্যে চট্টগ্রামের *দৈনিক আজাদী* তা প্রকাশ করে।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আমার লেখা এবং তার প্রকাশনাটি হারিয়ে যায় কিংবা এখন অবধি আমার বাড়ির পাঁচ-ছয়টি জায়গায় ছড়িয়ে-থাকা বইপত্রের মধ্যে থাকে আত্মগোপন করে। ১৩ই অক্টোবর ইউনূসের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর কোন প্রকাশক আগ্রহী হতে পারেন ভেবে আমি সেগুলো খুঁজতে থাকি। প্রায় দু'মাস অনুসন্ধানের পর আমার মূল প্রবন্ধের একটি কপি, ইউনূস-প্রেরিত ফরাশি-ইংরেজি কিছু পত্র-পত্রিকার কাটিং খুঁজে পাই। একই সঙ্গে হারিয়ে-যাওয়া তাঁর আত্মজীবনীও আমার দখলে আসে। এক ফরাশি কূটনীতিজ্ঞ সেটি পড়তে নিয়ে ফেরত না দিয়ে দেশে চলে যান। বর্তমান রাষ্ট্রদূত জনাব জাক্-অঁদ্রে কস্তিই-র সৌজন্যে বইটি ফেরত পাই এই নভেম্বরের শেষের দিকে। কাল বিলম্ব না করে গণমুদ্রণের বন্ধুদের হাতে প্রকাশনার দায়িত্ব দিয়ে দিই।

ইতোমধ্যে ইতালীয় লেখক আন্তোনিও তাবুচ্চি (Antonio Tabucchi)-র একটা চমৎকার কথা জানলাম ফরাশি *ল মোঁদ* পত্রিকার মাধ্যমে :

Un livre ne finit jamais là où il finit. Un livre est un univers en expansion

'কোন বই কখনো শেষ হয় না যেখানে তার উপসংহার টানা হয়েছে। একটি বই হলো এক ক্রমবর্ধমান বিশ্ব।'

আকারে ক্ষুদ্র হলেও আমি মনে করি, এই বইটিও এক 'ক্রমবর্ধমান বিশ্ব'। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিস্মৃতপ্রায় দুই মার্কিন বন্ধু ডেভিড কফ ও জোয়ানা কার্কপ্যাট্রিকের কথা। ডেভিডের সঙ্গে ১৯৭১ সালের জুন মাসের

গোড়ার দিকে কলকাতায় সুইনহো স্ট্রীটে তিনি স্ত্রীসহ আমাকে সেই দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে জোয়ানাকে নিয়ে তিনি চট্টগ্রামে এসেছিলেন। তাঁদের নিমন্ত্রণে নৈশভোজে গিয়ে ইউনূস ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে আমরা কিছুটা ঘনিষ্ঠ হই। সেই অভিজ্ঞতার স্মরণে এই বই তাঁদের দু'জনকে উৎসর্গ করলাম।

একটি মার্কিন পত্রিকায় ইউনূসকে বলা হয়েছে (an irrepressible dreamer) অর্থাৎ অদম্য স্বপ্নচারী ও (brilliant pragmatist) বা মেধাবী বাস্তববাদী। আমরা তাই **তাঁর স্বপ্ন ও সাফল্যকে** একটু বিশেষায়িত করবার প্রয়াস পেলাম। অনুরাগীদের ভালো লাগলে শ্রম সার্থক মনে করব।

অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার

বিগত ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালের সন্ধ্যায় আমাদের বাসভবনে একটি বড় ধরনের ভোজসভার আয়োজন করা হয়। সেদিন ছিল আমাদের বিবাহবার্ষিকী এবং আমি সদ্য প্যারিস-ফেরত। বিশ্বের অন্যতম সেরা বুদ্ধিজীবী-মুক্তিযোদ্ধা অঁদ্রে মাল্‌রোর দেহাবশেষ ফরাশি প্রেসিডেন্ট জাক শিরাক তাঁর কবর থেকে তুলে এনে "যে-সব মানুষের প্রতি জাতি কৃতজ্ঞ" শিরোনাম নিয়ে যে স্মরণ-মন্দির রয়েছে ফরাশি রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে সেখানে অন্যসব মহৎ জাতীয় ব্যক্তিত্বের পাশে পুনঃকবরস্থ করেন। এই 'পঁথেওনাইজেশন' অনুষ্ঠানে তাঁর অতিথি হয়ে যোগদানের সুযোগ আমার হয়েছিল। তাই তড়িঘড়ি দেশে ফিরে সেই সন্ধ্যায় বাড়ির মালিক আমার স্ত্রীর অনুমোদনক্রমে একটি কক্ষে **অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার** প্রতিষ্ঠা করলাম। এর কিছু পূর্বে মাল্‌রো প্রদত্ত উপহার তাঁর উপন্যাস *লে'স্‌পোয়ার* (আশা)-এর নাম হয়ে পড়ল আমাদের বাড়ির নাম এবং বাংলায় দেওয়া হলো কবি আহসান হাবীবের কবিতার বইয়ের নাম ধার করে "আশায় বসতি"। সে সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে ফরাশি রাষ্ট্রদূত মাদাম রনে ভেরে, সাংস্কৃতিক আতাশে কান্তিনেৎ এবং দুই স্বনামধন্য সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান ও সিদ্দিকুর রহমানসহ বহু সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। বিদেশী দুজন আজ স্বদেশে আর স্বদেশী দু'জন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন চিরতরে।

এই ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য সংস্কৃতি চর্চা - প্রধানত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা, গবেষণা ও প্রকাশনার মাধ্যমে। নিজস্ব অর্থায়নে, সম্পূর্ণ মূনাফা-মুক্ত পদ্ধতিতে এটি পরিচালিত।

মুহাম্মদ ইউনূস - তাঁর স্বপ্ন ও সাফল্য গ্রন্থটি আমরা এই ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশ করছি কেননা তাঁর আত্মজীবনী ফ্রান্সেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে এবং গ্রন্থটি নিয়ে প্রথম আলোচনা আমরাই করি। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচী পদ্ধতি নিয়ে বহু আগে থেকে আগ্রহ সৃষ্টি হয় ফরাশি দেশে। প্রেসিডেন্ট জাক শিরাক Jacques Chirac ডঃ ইউনূসের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যে উচ্ছ্বাসমন্ডিত বন্ধুত্বপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন তাও আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। তাছাড়া ২০০৪ সালে তিনি যেমন তাঁকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান লেজিওঁ দ্যনর Légion d' Honneurs দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তেমনি সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৃতকর্মের কারণে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকেও সেই সম্মাননা প্রদান করেছেন। এজন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবার্দাহ। এই সুযোগে আমরা তাঁকে এবং তাঁর স্বদেশবাসীকে তাঁদের মহানুভবতার জন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বস্তুত, বাংলাদেশ ও ফ্রান্স তথা বহির্বিশ্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বন্ধনই আমাদের অন্বিষ্ট।

২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৬

Mahmud Shah Qureshi
President
André Malraux Institute of Culture
L'Espoir
60/2 North Dhanmondi
Kolabagan, Dhaka-1205
Bangladesh

ফরাশি আত্মজীবনীর আলোকে

সমগ্র বিশ্বে এখন সুপরিচিত একজন - "গরীবের ব্যাংকার"। নাম বলতে হবে? সবাই জানেন, তিনি মুহাম্মদ ইউনূস। নামের আগে পেশা ও পড়াশুনোর পরিচিতিমূলক 'প্রফেসর', 'ডক্টর' লাগান আর না লাগান কিছুই যায় আসে না। অবশ্য ইউনূস বলেন,

'না আমি ব্যাংকার নই। আমি কেবল আশার কর্জদাতা।' হ্যাঁ, তিনি আশা ধার দেন। তুচ্ছ ও গরীব গ্রামের মানুষ এই আশায় ভর দিয়ে দাঁড়ায়, বাঁচতে শেখে। বাঁচাতে থাকে পুত্রকন্যা, ভাইবোন, কখনো উপার্জন-অক্ষম স্বামী অথবা স্ত্রীকে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঋণপ্রাপ্তির কারণে একটা গোটা পরিবার স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, মুখ দেখে স্বাচ্ছন্দ্যের। না, হয়তো একটু বেশি বলা হয়ে গেল। 'স্বাবলম্বী' হওয়া, 'স্বাচ্ছন্দ্য' অর্জন খুব সহজে আর খুব বেশি নারী পুরুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি বা হচ্ছে না। তবু ইতোমধ্যে এক বিশাল অবহেলিত মানবগোষ্ঠী অর্জন করেছে সাহস আর মর্যাদাবোধ। বস্তুত, পৃথিবীর বুকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে গেলে এ দুটোই তো আসল। এক সময় একেই আমরা অভিহিত করেছি পৌরুষিক সৌভ্রাতৃত্বরূপে। এসব গুণাবলী যেন সীমাবদ্ধ থাকতো কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান পুরুষের ক্ষেত্রে এবং নেহাৎ বিশেষ বিবেচনায়, ইতিহাসে উল্লেখ্য, কোটিতে একজন নারী।

যাহোক, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে আজ। সাহস এবং মর্যাদা নিয়ে, বাধ্যতামূলক সামাজিক সহমর্মিতার কারণে মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের এক তৃতীয়াংশ এখন দারিদ্র্য-সীমা অতিক্রম করেছে এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ যে দারিদ্র্য-সীমা পার হবার পথে তা বিশ্বব্যাংকের এক সাম্প্রতিক নিরীক্ষায় বিশ্ববাসী অবহিত হয়েছে।

তাহলে?

দু'দশকের কিছু বেশি কালের চিন্তাভাবনা, অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের ৩৭,৬৭৪টি গ্রামে ২,২৩৫,৯০৩ জন নারী-পুরুষের মধ্যে বিলিয়েছেন ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ। তাঁদের ঋণে নির্মিত হয়েছে ৩৮৫,১৯৯টি বাড়ি। (নভেম্বর ১৯৯৭-র হিসাব। উৎস :

গ্রামীণ ডায়ালগ, ৬৩)। সব চেয়ে বড় কথা এই ঋণগ্রহীতাদের শতকরা ৯৪ জন হলেন নারী, হতদরিদ্র নারী!

নারী কেন?

নয়ই বা কেন?

গোড়ার দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা প্রফেসর সাহেবকে লিখেছিলেন, "আমরা দেখতে পারছি যে আপনার ঋণগ্রহীতাদের বড় শতাংশ নারী। যত সত্বর সম্ভব লিখিতভাবে এর ব্যাখ্যা দেবেন কি?"

জবাবে ইউনূস লিখেছিলেন,

"আপনাদের প্রশ্নের কারণ ব্যাখ্যা করতে আমি সানন্দে সম্মত রয়েছি। কিন্তু তৎপূর্বে আমি জানতে চাই যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কি কখনো অন্য কোনো ব্যাংককে লিখে জানতে চেয়েছেন - তাঁদের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা এতো অধিক পরিমাণে পুরুষ কেন?" *(আত্মজীবনী, পৃঃ ১১৭)*।

বোধগম্য কারণে এর কোনো উত্তর আসেনি। অতএব, তাঁকেও কোনো 'ব্যাখ্যা' দিতে আর হলো না।

কিন্তু ইউনূস সম্প্রতি তাঁর আত্মজীবনীতে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন; শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও নারীকে অর্থনীতির অন্যতম নিয়ন্তারূপে (এজেন্ট) কেউ গণ্য করতে চায়নি। বরং নানা সামাজিক কারণ ঘটেছে যার ফলে আর্থিক দিক থেকে নারীকে পরিবারের গলগ্রহরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ গবেষণার অভিজ্ঞতায় ইউনূস দেখেছেন যে, আসল ব্যাপার অন্যরকম :

ক. নারী যে কাজে ঋণ গ্রহণ করছেন তা সমাধা করে উপযুক্ত সময়ে দ্রুত ঋণ-পরিশোধে পুরুষের চেয়ে তৎপর।

খ. নারী প্রাপ্ত ঋণ থেকে যা উপার্জন করেন তা তাঁর সমস্ত পরিবারের জন্য। বিশেষ করে, তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পোশাকসহ পরিবারের সার্বিক মঙ্গলের জন্য খরচ করেন।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এই অভিজ্ঞান প্রফেসর ইউনূস কীভাবে অর্জন করলেন? আবার দেখা যায় যে, দেশের চাইতে বিদেশেই তাঁর কাজ নিয়ে আগ্রহ প্রবল । কিছুকাল থেকে তাই বহু বক্তৃতায়, এন্তার পুরস্কার গ্রহণের পর জবাবী ভাষণ, বিভিন্ন মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদান উপলক্ষে তাঁর বক্তব্য সরলভাবে প্রকাশ করে আসছেন। এর ফলে 'গ্রামীণ' আর 'জোবরা' (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রাম যেখানে ইউনূস প্রথম কাজ শুরু করেন) এই দুটি বাংলা শব্দও বহির্বিশ্বে আজ পরিচিতি লাভ করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক

সম্পর্কে আগ্রহ সমগ্র বিশ্বে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আর এরই মধ্যে এক ফাঁকে আসল কাজটি করে ফেলেছেন এক ফরাশি বুদ্ধিজীবী ও তাঁর প্রকাশক। আলঁ জলিস- প্যারিসের একজন উঠতি ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক-এর সহযোগে ইউনূস সম্প্রতি তাঁর আত্মজীবনী প্রণয়ন করেছেন। প্যারিসের এক প্রখ্যাত প্রকাশক সেটি বের করেছেন ফরাশি কায়দায় অর্থাৎ আভিজাত্যমন্ডিত সাদাসিধেভাবে। রয়াল সাইজে ৩৪৫ পৃষ্ঠার মানানসই গ্রন্থ এই আত্মজীবনী - ফরাশি শিরোনাম *ভের অ্যাঁ মোঁদ্ সঁ পোভ্‌রতে* যার বাংলা দাঁড়ায়, 'দারিদ্রহীন বিশ্বের অভিমুখে'। কোথাও উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, প্রফেসর সাহেব ফরাশি সাংবাদিক-সাহিত্যিককে মোটামুটি একটা ছক ধরে ইংরেজিতে নিজের জীবনের ও কর্ম-প্রয়াসের কাহিনী বিবৃত করেছেন। এর পরে সংশোধন পর্যায়ে হয়তোবা কিছু যোগ-বিয়োগ করেছেন। ইংরেজি থেকে ফরাশি ভাষায় অনুবাদ করেছেন অলিভিয়ে রাগাসল বার্বে ও রুথ আলিমি।

দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে বইটি পড়তে উপন্যাসের আমেজ পাওয়া যায়। ইউনূস আমাদের বহুজনের অভিজ্ঞতার বহু কাহিনীকে নাটকীয়তায় অভিসিক্ত করেছেন। আসলে অর্থনীতির এই অধ্যাপকের মধ্যে যে একজন সত্যিকার সাহিত্যিকও আত্মগোপন করে আছেন তা আবার স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে পড়ল। ছেলেবেলায় কী করেছেন তা বইতে লেখা রয়েছে কিন্তু যা লেখা হয়নি তার সাক্ষ্য বর্তমান নিবন্ধকারের অভিজ্ঞতায় পাওয়া যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্ররূপে ভর্তি হবার কিছু পরেই ইউনূস (তখনো 'মোহাম্মদ' ছিলেন 'মুহাম্মদ' হননি), ইতিহাসের ছাত্র (একসময়ে জাতীয় যাদুঘর পরিচালকরূপে বিখ্যাত) ডঃ এনামুল হকের সঙ্গে *উত্তরণ* শিরোনামে এক দ্বি-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন (এতদসঙ্গে সংযুক্ত পত্রিকাটির সূচীপত্র দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে তাঁর *জরিমন* শীর্ষক রচনা বা অন্য বক্তৃতায় প্রকাশিত সাহিত্যিকসুলভ সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ-রসিকতা ও কল্পনা-বিলাসের পরিচয় সমজদারের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। বিশেষ করে অর্থনীতির অধ্যাপক বা ব্যাংকার-ব্যবস্থাপকদের লেখা ও উপস্থাপনায় তা আমরা সাধারণত দেখিনা।

কিন্তু প্রতিভার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তো হবেই। ইউনূসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অতএব, চট্টগ্রামে ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র ২০ নম্বর বকশিরহাটের বাশিন্দা স্বর্ণকার বা সওদাগর না হয়ে এগিয়ে এলেন উচ্চ শিক্ষার স্বর্ণশিখরে - দুরূহ অর্থশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তিনি আবিষ্কার করলেন অর্থনীতির যথার্থ নৈতিক সত্তাকে এবং একে সমন্বিত করলেন সমাজবিজ্ঞানের আদি ও অকৃত্রিম আদর্শের সঙ্গে।

কিছু দিন ধরে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন এরকম একটা সম্ভাবনার কথা আমরা শুনে আসছি। অন্য অনেকের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের সমর্থন এই দাবীকে জোরদার করেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবগত কারণে কিছু বাঙালির ঈর্ষামিশ্রিত প্রশ্নও শোনা যায় : আচ্ছা! ইউনূস অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন কী অবদান রেখেছেন যার জন্য তিনি এই পুরস্কার পাবেন? নিজে অর্থনীতিবিদ বা নোবেল পুরস্কার কমিটির সদস্য না হলেও আমি মনে করি যে, তাঁর বিবিধ লেখা ও কর্মে, তাঁর 'থিয়োরী' ও 'প্র্যাকটিসে' অধ্যাপক ইউনূস যা বিশ্ববাসীর চাক্ষুষ ও উপলব্ধির বিষয় করেছেন তাতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে নোবেল পুরস্কার তিনি পেতে পারেন। অর্থনীতিকে একটি সমৃদ্ধ সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গীভূতকরণ, বিশ্বে জ্ঞানচর্চা ও তার ব্যবহারিক দিকের ক্ষেত্রে তাঁর বড় অবদান এখনও স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশের পাঠকদের সবিনয়ে অবহিত করতে পারি যে আত্মজীবনী প্রকাশের পর ফ্রান্সের তথা পশ্চিম ইউরোপের অন্তত দু'ডজন পত্রিকার প্রশংসামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন - কেউ তাঁকে ভবিষ্যতের 'নোবেল লরেট' অর্থনীতিবিদ, কেউ তাঁকে 'শান্তির জন্য নির্ধারিত নোবেল পুরস্কার'টির খুবই যোগ্য প্রার্থীরূপে উপস্থাপন করেছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

কিন্তু এহ্ বাহ্য! দেখা যাক, গ্রন্থকার মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য কী? বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন যাঁরা *গ্রামীণ* 'এডভেঞ্চার'কে সফল করে তুলেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে। বইতে প্রকাশকের একটি 'মুখবন্ধ' রয়েছে যাতে দুর্ভাগা বাংলাদেশের কথা রয়েছে যার কিছু তথ্য সঠিক নয়। যাহোক, তবু তৃতীয় বিশ্বের এই দুর্যোগকবলিত দেশ যে বার বার শুধু উন্নত বিশ্বের সাহায্য গ্রহণ করে চলেছে তা নয় বরং তাদের সাহায্য করতে পারে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রযুক্তি প্রদান করে - যার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত এখন তাদের সামনে। পৃথিবীর বুক থেকে দারিদ্রকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠানোর প্রয়াসেই নিহিত এর তাৎপর্য। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রফেসর ইউনূসের নতুন চিন্তার জন্মদাতা আইডিয়ার প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারায় প্রকাশক গর্বিত।

জুলাই ১০, ১৯৯৭ তারিখের স্বাক্ষরযুক্ত ভূমিকায় প্রথম বাক্যটিতে ধরা পড়ে ইউনূসের অভিজ্ঞান :

"গ্রামীণ ব্যাংকের আওতায় আমার যে অভিজ্ঞতা তা আমাকে মানবসত্তার সৃষ্টিধর্মিতায় এক দুর্মর বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।"

তিনি ভেবে দেখেছেন যে, ক্ষুধা ও অভাবগ্রস্ততায় কষ্ট পাবার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি। অতীতে তারা যে কষ্ট পেয়েছে বা আজও পাচ্ছে তার

কারণ আমরা এই সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছি, তাই। তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস, আমাদের ইচ্ছার অভিপ্রকাশ ঘটলে পৃথিবী থেকে দারিদ্রকে আমরা দূর করতে সক্ষম হবো। এই বিশ্বাসে ভর দিয়ে তিনি বিশ্বের বিপ্লবী, সংস্কারক, রক্ষণশীল, যুবক, বৃদ্ধ - সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সমস্যার সমাধানের আহবান জানিয়েছেন।

গ্রন্থটি ছ'ভাগে বিভক্ত :

সূচনাপর্ব

পরীক্ষামূলক পর্ব (১৯৭৬-১৯৭৯)

সৃষ্টি

গ্রামীণ মডেল কি রফতানীযোগ্য?

অর্থনীতি বিষয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা

নতুন অভিজ্ঞতা, নবদিগন্ত

সংযোজন : স্বল্প ঋণ বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন :

২০০৫ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ১০০ মিলিয়ন দরিদ্রতর পরিবার।

প্রথমভাগে রয়েছে ন'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম, "জোবরা গ্রাম : বাস্তবতার মুখোমুখি পাঠ্যপুস্তক"। বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ডঃ ইউনূসের অভিজ্ঞতা। অর্থনীতির প্রথাগত পাঠ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বা পরিবর্তনে সহায়ক হচ্ছে না আদৌ। তাই তিনি ঠিক করলেন : আবার ছাত্র হবেন। জোবরা গ্রামই হবে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রামবাসীরা তাঁর অধ্যাপক। সাহচর্য দিলেন সহকর্মী অধ্যাপক হুজ্জাতুল ইসলাম লতিফী। সহযোগিতায় এলেন জোবরা অধিবাসী ছাত্র দিপাল চন্দ্র বড়ুয়া ও অন্যান্য ছাত্রছাত্রী। অর্থাভাবে স্থানীয় বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে এক মর্মস্পর্শী আবহ। নিজের পকেট থেকে ৮৫৬ টাকা ছাত্রী মায়মুনার হাতে পাঠিয়ে ৪২ জন গ্রামবাসীকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করলেন। এই অর্থ দিয়ে ওরা যে যা পারে করবে। আপাতত মহাজনের হাত থেকে তো রেহাই পেল। অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির মতো কর্মক্লান্ত ইউনূস বালিশে মাথা রাখলেই ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু সে রাতে তাঁর ঘুম হলো না। তিনি শুধু ভেবেছেন এই নিষ্ঠুর মহাজনের কথা, আর সেই সমাজের কথা যেখানে ৪২ জন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ৮৫৬ (২৭ ডলার) টি টাকা যোগাড় করা খুব সহজ নয়। এরপর তাঁর ভাবনা কী করে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুঃস্থ দরিদ্রদের ঋণ দেওয়া যায়। কাজটি দেখা গেল বেজায় শক্ত। প্রচলিত পথ, নিয়ম অতিক্রম করে অনভ্যস্ত, অপ্রচলিত পথে পা বাড়াতে কেউ রাজী নন। অতএব, খুব কঠিন সময় কাটাতে হলো ডঃ ইউনূসকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে রয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা। গ্রামীণ ব্যাংক আজ শুধু বাংলাদেশে নয় ফিলিফাইনের দ্বীপপুঞ্জ, তানজানিয়াতে, শিকাগো, লস এঞ্জেলেস, প্যারিসের দরিদ্র এলাকাসমূহে, চীনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্থাৎ বিশ্বের ৫৮টি দেশে নিজের কল্যাণকর উপস্থিতি ঘোষণা করছে। কিন্তু উদ্দেশ্যের মিল থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে বহুকাল বাকযুদ্ধের সম্পর্ক বিরাজ করছে। ১৯৮৬ সালে বিশ্ব ব্যাংকের ২০০ মিলিয়ন ডলারের একটি ঋণ প্রস্তাব ইউনূস প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা বিশ্ব ব্যাংকের অর্থনীতিবিদদের নাক উঁচুভাব, নানা শর্তারোপ তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। তাছাড়া তাদের প্রদত্ত কোটি কোটি ডলারের ঋণ কতটুকু সত্যিকারভাবে উন্নয়নের কাজে এসেছে তা অধ্যাপক সাহেবের কাছে প্রশ্নবোধক থেকে গেছে।

এখানে ১৯৭৮ সালে রাজশাহীতে প্রদত্ত বিশ্ব ব্যাংকের এক বিশেষজ্ঞের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে, ওঁরা ওঁদের ঋণ অনুদানের প্রতিটি ডলারের ৭০/৭৫ সেন্ট ফেরৎ নিয়ে নেন। ডঃ ইউনূস তাঁর গ্রন্থে বিষয়টি আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, তিন-চতুর্থাংশ বৈদেশিক সাহায্য দাতাদেশেই ব্যয়িত হয়েছে এবং তাঁদের দেশবাসীর জন্য কর্মসংস্থানের এবং উৎপাদিত বস্তু বিক্রয়ের সুবিধা করে দিয়েছে। বাকী এক-চতুর্থাংশ বাংলাদেশের 'এলিৎ'-উপদেষ্টা, ঠিকাদার-ব্যবসায়ী আর দুর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত হিসাবে জমা হচ্ছে। তাও আবার তার বড় অংশ থাকছে বিদেশের ব্যাংকসমূহে। এবং এই পরিস্থিতি পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। (পৃঃ ৩৫)।

বিশ্ব ব্যাংকের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর দেখে একবার ওয়াশিংটনে এক উগ্র মার্কিন সাংবাদিক ইউনূসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হলে কী করতেন?" ইউনূস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, তাহলে আমি বিশ্ব ব্যাংককে ঢাকায় বদলী করে নিয়ে যেতাম। দরিদ্র দেশে অবস্থান করে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সহজতর হতো। খরচ কমতো; ৫০০০ কর্মকর্তার অনেকে নানা অসুবিধা দেখিয়ে ওয়াশিংটন ছেড়ে ঢাকা যেতেন না। ঢাকা অনেক সস্তা। ... সমালোচনাসত্ত্বেও বিশ্ব ব্যাংকে অবশ্য অনেকে আছেন যাঁরা ইউনূসের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁরা বন্ধুত্বও বজায় রাখেন। ১৯৯৫ সালে বিশ্ব ব্যাংক আবার প্রস্তাব করে বাংলাদেশকে ১৭৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে যার ১০০ মিলিয়ন ডলার যাবে গ্রামীণ ব্যাংকে। সরকারের পক্ষ থেকেও খুব জোরাজুরি চলল। কিন্তু ইউনূস কিছুতেই নেবেন না। নিলেন-ই না।

'দীর্ঘকাল ধরে কঠোর পরিশ্রম এবং স্বার্থত্যাগের ফলে যে-সাফল্য আজ গ্রামীণ ব্যাংকের করায়ত্ব, তাকে তো নষ্ট হতে দেয়া যায় না।' দেশজ সঞ্চয় থেকে অর্থায়নই গ্রামীণ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। শেষ অবধি বিশ্বময় তাঁর কর্মকান্ড প্রসারের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট গ্রামীণ ফান্ডের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার বিশ্ব ব্যাংক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ইউনূসের বহুকালের স্বপ্ন ও সাধনা যা আজ মাইক্রোক্রেডিট (স্বল্পঋণ) আখ্যায় খ্যাত তাকে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান অস্ত্ররূপে বিবেচনা করছেন বিশ্ব ব্যাংক এবং এর জন্য গঠিত নীতি-নির্ধারক কমিটির সভাপতি নিয়োজিত স্বয়ং অধ্যাপক ইউনূস।

"২০ বকশিরহাট রোড, চট্টগ্রাম" শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন তাঁর শৈশবের কাহিনী। এক অস্বাস্থ্যকর হট্টগোলের পরিবেশে বড় হয়েছেন তিনি। অবশ্য দারিদ্র্যের স্পর্শ সেখানে ছিল না। গ্রামের বাড়ি বথুয়ায়, হাটহাজারীর অন্তর্গত কাপ্তাই সড়কের কাছে। শহর থেকে দশ কিলোমিটারের মতো দূরত্ব। তাঁর পিতামহ স্বর্ণ ব্যবসায়ী। সেকালে মুসলমান সমাজে এই পেশায় কেউ ছিল না বললেই চলে। পিতা দুলা মিয়া সওদাগর ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু। হজ্বে গিয়েছিলেন তিনবার। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ভার ছিল ইউনূসের মা সুফিয়া খাতুনের উপর। নিয়মনীতির হেরফের হতে দিতেন না তিনি। প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারিনী ছিলেন মা সুফিয়া খাতুন। ইউনূসের ওপর তাঁর মায়ের প্রভাবই বেশি। দরিদ্রকে সাহায্যদানের ব্যাপারে তাঁর মা ছিলেন দিলদরাজ।

মায়ের সৌন্দর্য ও গুণাবলীর প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করেছেন ইউনূস। (পৃঃ ৫১-৫২)। তাঁর নানা ছিলেন বর্মী বস্ত্র বেচা-কেনার ব্যবসায়ী - একজন যথার্থ পাঠক, লেখক ও ভোজনরসিক। মা সুফিয়া খাতুন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আবেগ দিয়ে কারবালা কাহিনী শোনাতেন তাঁর সন্তানদের, যাঁদের সংখ্যা ১৪, অল্প বয়সে মারা যান ৫ জন। বড় পরিবারে বড় হতে গিয়ে ইউনুস বাচ্চা মানুষ করার কাজও বেশ কিছুটা রপ্ত করেন এবং বাল্যেই পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সহনশীলতার পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর আট বছরের বড় বোন মমতাজ মায়ের অনেকগুলো গুণ আয়ত্ব করেন - চমৎকার রান্না আর অফুরন্ত গল্প বলার ক্ষমতা ছিলো তাঁর। তিন বছরের বড় ভাই সালাম ছিলেন সর্বক্ষণের সঙ্গী। লামারবাজার প্রাইমারী স্কুলে যখন তিনি পড়তেন তখন ছাত্র-শিক্ষক সবার মুখে ছিলো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা।

তথাপি স্কুলে তখন সুশিক্ষা দেবার চেষ্টা হতো। সালাম ও ইউনূস বইপত্র যা পেতেন পড়তেন। তবে ইউনূস ডিটেক্টিভ উপন্যাস পড়তেন বেশি। বার বছর বয়সে নিজেই লিখে বসেন একটা। কিশোর মাসিক *শুকতারা* পড়তেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে তিনি প্রায়ই প্রথম স্থান অধিকার করতেন। বাবার বন্ধুদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন, পারিবারিক চিকিৎসকও হিন্দু। সারা ভারত উপমহাদেশ জুড়ে তখন হিন্দু মুসলমানে প্রচন্ড দাঙ্গা চলছে। তবে খুব কম অশান্তির শিকার হয়েছে চট্টগ্রাম। সবাই তখন জিন্নাহ্‌র ভক্ত এবং পাকিস্তানের পক্ষে। সাত বছর বয়সে, মধ্যরাতে, স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন ইউনূস, উৎসবমুখর সে রজনীর স্মৃতি তিনি ভোলেননি।

এ অধ্যায়ে নামোল্লেখ থাকলেও কিছু পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানানো যেতে পারে যে, ইউনূসের আরো দুই ভাই দেশখ্যাত হয়েছেন - ইব্রাহিম, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রফেসর ও বিজ্ঞান বিষয়ের লেখক (তাঁর পাঁচ বছরের ছোট) এবং সর্বকনিষ্ঠ জাহাঙ্গীর - গ্রন্থকার, সাংবাদিক ও টিভি উপস্থাপক।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা পাই শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণের কাহিনী। তাঁর বয়স যখন নয়, তখন তাঁর মা দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁদের পারিবারিক জীবনে দেখা দেয় ভয়ংকর বিপর্যয়। তবু, আশ্চর্যের বিষয়, ইউনূস ও তাঁর ভাইয়েরা শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। পড়াশুনা চালিয়ে যান যথারীতি। তখন থেকে তাঁর পিতার ভূমিকাও পরিবর্তিত হতে থাকে। একই সাথে তিনি পিতা ও মাতার দায়িত্ব পালন করেন। ইউনূসের মতে, তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা আজ যা হয়েছেন তা তাঁদের পিতার ওই ভূমিকার কারণে - পড়াশুনার জন্য খরচ, ভ্রমণে এবং স্বল্পব্যয়ে সাধারণ স্বচ্ছজীবনে উৎসাহদান ছিলো অব্যাহত। ইউনূস নিজেও বাবার কাজে সাহায্য করতেন। ছবি আঁকা শুরু করেন, হিন্দী ও হলিউডীয় চলচ্চিত্র দেখেন। হাই স্কুলে এসে তিনি ভাল পরিবেশ পান এবং স্কাউট আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৩ সালে ভারতের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখে তিনি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনে খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

পরবর্তী অধ্যায় আমেরিকার ক্যাম্পাস জীবনকে কেন্দ্র করে (১৯৬৫-১৯৭২)। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৬১ - ১৯৬৫ চট্টগ্রাম কলেজে তাঁর শিক্ষকতার কথাও উল্লেখ করেছেন। এসময়ে তিনি চট্টগ্রামে একটি প্যাকেজিং শিল্প

স্থাপনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এতে একজন শিল্পদ্যোক্তা ও জাতীয়তাবাদীরূপে তিনি চিহ্নিত হন। এর সাফল্য তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।

ফুলব্রাইট বৃত্তি পেয়ে ইউনূস গেলেন আমেরিকায়। ১৯৬৫'র গ্রীষ্মে আমরা তাঁকে দেখি কলোরাডোর ক্যাম্পাসে। সেখানে ছাত্র-শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সম্পর্ক তাঁকে ঈষৎ বিচলিত করে। কিন্তু বিভ্রান্ত হন না তিনি। মদ্যপান বা অন্যান্য খারাপ অভ্যাসগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখেন - লাজুক প্রকৃতির তরুণ অর্থনীতিবিদ; আমেরিকা আবিষ্কার তখন তাঁর মগজে। কলেজ জীবনে তাঁর বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা, গ্রন্থকার কেন জানিনা তাঁর চট্টগ্রাম কলেজে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের কথা, সলিমুল্লাহ মুসলীম হলে অবস্থানের কথা প্রায়ই বাদ দিয়েই গেছেন। আমেরিকায় ভিয়েৎনাম-যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের কথা তিনি প্রকাশ করেছেন খোলামেলাভাবে। হেমন্তে চলে গেলেন ন্যাশভিলের ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। একেবারে ভিন্ন অভিজ্ঞতা। শিক্ষাঙ্গনটি খুব উন্নতমানের নয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলেন রোমানীয়ান এক বিখ্যাত অধ্যাপককে - নিকোলাস জর্জেসকু বোয়েগেন। খুবই কড়া মানুষ। কিন্তু ইউনূস তাঁকে পেলেন একজন সত্যিকার শিক্ষকরূপে। দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন গণিত শাস্ত্রবিদ এই মহাপন্ডিতের কাছে ইউনূস অনেক কিছু শিখলেন যা তাঁর পরবর্তী জীবনে কাজে আসে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে "বিবাহ ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৬৭-১৯৭১)" বিষয়ক দুটি বিরাট ঘটনা। আমেরিকায় বিয়ে করবেন এমনটি কস্মিনকালেও ভাবেননি ইউনূস। পরিবারের নির্বাচিত বধূগ্রহণেও তখন তাঁর আপত্তি ছিল না। মেয়েদের সামনে তিনি ছিলেন লাজুক ও রক্ষণশীল যা তাঁর মতে, দেশের সবচেয়ে ধর্মভীরু এলাকা চট্টগ্রামের পরিবেশের প্রভাব। (পৃঃ ৭৪)।

১৯৬৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বাদামী স্বল্পদীর্ঘ-কেশদামের অধিকারী, নীলনয়না এক সুন্দরী তাঁকে দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করে এবং আরো কিছু জানতে চায়। ইনি ভেরা ফোরোস্‌তেংকো, জন্ম রুশ দেশে, মহাযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন অভিবাসী। পরিবার নিউ জার্সিতে, নিজে ন্যাশভিলে রুশ সাহিত্যের ছাত্রী। তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকলো এক বছর অবধি। এরপর ভেরা গেলেন নিকটবর্তী শহর মেমফিস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী নিয়ে। আরো এক বছর পর তিনি চলে গেলেন নিউজার্সি। ইউনূস দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভেরা তাঁকে প্রস্তাব

দিলেন এক সঙ্গে থাকার। ইউনূস আপত্তি তুললেন তাঁর দেশের অবস্থা, ভিন্ন সংস্কৃতি, নারীর অবস্থান ইত্যাদির কথা বলে। কিন্তু ভেরা কর্ণপাত করলেন না। তিনি সব মানিয়ে নেবেন। ১৯৭০ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ইউনূস তখন ন্যাশভিল থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে মুরফ্রিসবরো-তে তাঁর আস্তানা গাঁড়লেন। সেখানে মিডল টেনিসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করতে থাকলেন। এদিকে পিএইচডি হয়ে গেল। কিন্তু দেশে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। ডঃ ইউনূস সেখানেই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়লেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে তাঁর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা (১৯৭২-১৯৭৬)। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে ইউনূস প্রথমে খুব আশাবাদী হলেন সাধারণ মানুষের সংগ্রামী মনোভাব ও ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস দেখে। কিন্তু তাঁর মনে হতাশা এলো যখন দেখলেন দেশের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকলো, সমস্যার সমাধান হলো না। পরিকল্পনা কমিশনে চাকুরী পেলেন, কিন্তু খবরের কাগজ পড়া ছাড়া সেখানে কোনো কাজ ছিল না। অগত্যা তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। সেখানেও শুরুতে দেখেছেন নানা অব্যবস্থা। শিক্ষার্থী-শিক্ষক, শিক্ষক-কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পর্যায়ে নানা সমস্যা যা তিনি অনুধাবনের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা গ্রাম অধ্যয়নে। জোবরাই হয়ে গেল তাঁর ব্যবহারিক অর্থনীতির প্রধান গ্রন্থ কিংবা গবেষণাগার। ১৯৭৪ সন এলো দুর্ভিক্ষ নিয়ে যা ইউনূসকে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন করলো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জাতির উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রস্তুত করলেন, উপাচার্য থেকে প্রভাষক সবাই তাতে স্বাক্ষর দিলেন। সারা দেশে ঈষৎ আলোড়নের সৃষ্টি হলো। কিন্তু ডঃ ইউনূসের মনের গভীরে যে আলোড়ন তা ছিলো তুলনাবিহীন। কেননা সেদিন থেকে তিনি দুর্ভিক্ষ নিরসনে তথা দারিদ্র বিমোচন সমস্যার ক্ষেত্রে বইয়ের পাতার বাইরে, বিশ্বকে বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে উপযুক্ত সমাধান আনয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

অষ্টম অধ্যায়ে আমরা জোবরা গ্রামে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজে অগ্রণী ডঃ ইউনূসের পরিচয় লাভ করি (১৯৭৪-১৯৭৬)। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন কিছু ছাত্র ও সহকর্মী। কৃষি, সেচ ও ভূমিহীন কৃষকদের বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা হলো। তাঁর উদ্ভাবিত 'নবযুগ' খামার পরে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে (১৯৭৮) ভূষিত হলো।

নবম অধ্যায়ে আমরা পাচ্ছি তাঁর কর্ম-সাধনার একেবারে গোড়ার দিকের কথা যখন, এক পর্যায়ে প্রায় দেউলিয়া হয়ে তাঁর জেলে যাবার জোগাড় হয়েছিলো। এসময়ে তিনি ভূমিহীন, নিঃস্ব মানুষের অন্তর্নিহিত কর্মশক্তির পরিচয় উদ্ঘাটন করলেন। দুঃস্থা সুফিয়া বেগমকে ঋণদানের প্রস্তাব নিয়ে তিনি গেলেন জনতা ব্যাংকে। এই সূত্রে গরীবদের সম্পর্কে বহু মীথ এবং অর্ধ-সত্য তিনি আবিষ্কার করলেন। কখনো নাটকীয় সংলাপে, কখনো দক্ষ শিল্পীর তুলির আঁচড়ে, কখনোবা কথাসাহিত্যিকের মতো অল্প শব্দ ব্যবহারে আলতোভাবে বর্ণনা করেছেন কীভাবে জনতা ব্যাংক থেকে দশহাজার টাকা ঋণ নিয়ে জোবরা গ্রামের গরীবদের কর্মস্বচ্ছল করে দিলেন তার কাহিনী। তাছাড়া পড়ে বুঝতে পারি বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় ধনী কীভাবে আরো ধনী হয় আর নিঃস্ব কিছুই পায় না যাকে তিনি 'আর্থিক বর্ণবাদ' রূপে চিহ্নিত করেছেন।

মুহাম্মদ ইউনূসের আত্মজীবনীর দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে "পরীক্ষামূলক পর্ব : ১৯৭৬-১৯৭৯।" ক্রমানুসারে দশম অধ্যায়ে এসে পেলাম এক শিরোনাম, "পুরুষের চাইতে মহিলাদের কেন বেশি ঋণদান?" জানা কথা, অপ্রিয় সত্য ইউনূস সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো নারী-বিদ্বেষী। সত্যি? কেন ব্যাংকগুলো যে মহিলা শাখা খুলেছে তা কি ডঃ ইউনূসের দৃষ্টিগোচর হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন : সেখানেও কোনো মহিলা ঋণ চাইতে গেলে বলা হয় তাঁর স্বামীকে নিয়ে আসতে অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে কি তা করা হয়? অতএব, এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আগে ঋণগ্রহীতার তালিকায় নারীর সংখ্যা রয়েছে এক শতাংশেরও কম। সেজন্য নতুন পরীক্ষামূলক প্রকল্পে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে মহিলাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ঋণ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। গভীর অনুসন্ধানের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ব্যাপারে আসলে মেয়েরাই অধিকতর সংশ্লিষ্ট। (পৃঃ ১১৪)। ... 'অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অননুগৃহীত, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত, ওঁরাই হচ্ছেন-দারিদ্র্যের মধ্যে সংখ্যাগুরু অংশ। এবং যেভাবে ওঁরা শিশুদের খুবই কাছের তাতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হচ্ছে নারীদের হাতেই।' (পৃঃ ১১৬)।

শুধু বাংলাদেশ কেন, বিশ্বের সর্বত্র নারীর মর্যাদা কমবেশি অস্বীকৃত রয়েছে। বহুবার বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতায় ইউনূস এটা ভালোভাবেই জানেন।

"পর্দার অন্তরালে" শীর্ষক একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে তিনি স্বয়ং গ্রামের মেয়েদের কাছাকাছি আসতে পেরেছেন এবং বিবৃত করেছেন জনৈক হাজেরা বেগমের কাহিনী।

দ্বাদশ অধ্যায়টি একান্তভাবে মেয়েদের গ্রামীণ ব্যাংকে কাজ করা নিয়ে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে ইউনূস দেখিয়েছেন তাঁর ধৈর্যশীল নীতি এবং সহকর্মীদের প্রয়াস কীভাবে আজ সফলতা অর্জন করেছে।

এয়োদশ অধ্যায়টি গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা নির্বাচন সম্পর্কিত। ডঃ ইউনূসের মতে, গ্রামীণের ঋণদান শুধু টাকার ব্যাপার নয়, এটা হলো নিজেকে জানা ও আবিষ্কারের পাসপোর্ট। ঋণগ্রহীতা নিজের সম্ভাবনাকে খুঁজে পান এবং তাঁর সংগুপ্ত সৃজনশীলতাকে ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেন। (পৃঃ ১৩৭)।

চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঋণ প্রত্যার্পণের পদ্ধতি। পদ্ধতি খুব সহজ - এক বছর মেয়াদী, সাপ্তাহিক নির্ধারিত কিস্তি; এক সপ্তাহ পর থেকে কিস্তি প্রদান শুরু; সুদের হার ২০%, পঞ্চাশ সপ্তাহ ধরে কিস্তি প্রদান ২% শতাংশে উন্নীত; ১০০০ টাকা ঋণের উপর সপ্তাহে সুদ দিতে হয় ২ টাকা মাত্র।

গ্রামীণ ব্যাংকে প্রথম থেকে যে সব নিয়ম বা প্রথা ডঃ ইউনূস ঠিক করে দিলেন তার মধ্যে রয়েছে তাঁর গ্রাহকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। কখনো পুলিশ না-ডাকা, কোর্টে না-যাওয়া। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি জানাচ্ছেন যে, ০.৫% ঋণ যদি ফেরৎ না পাওয়া যায় তাহলে সেটি হবে তাঁদের পেশাগত ঝুঁকির অন্তর্গত। এভাবে তিনি দৈনিকের বদলে সপ্তাহান্তে কিস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। এতে এক অবিশ্বাস্য সাফল্য দেখা গেল। বিশেষ করে বাংলাদেশে ধনকুবেরদের ক্ষেত্রে যেখানে ঋণখেলাপী হবার প্রবণতা মারাত্মকভাবে গড়ে উঠেছে।

অনেক আলোচনার পর গ্রাহকদের জন্য "ষোলটি অবশ্য করণীয় প্রস্তাব" গৃহীত হয়েছে :

১. গ্রামীণ ব্যাংকের চার নীতি - শৃঙ্খলা, একতা, সাহস ও কঠোর পরিশ্রমকে আমরা শ্রদ্ধা করবো এবং আমাদের জীবনের সব কাজে ব্যবহার করবো।
২. পরিবারের জন্য সমৃদ্ধি আনবো।
৩. আমরা ভাঙ্গাচোরা গৃহে অবস্থান করবো না, ঘরবাড়ির যত্ন নেবো এবং যথাসত্বর সম্ভব নতুন বাড়ি নির্মাণ করবো।

৪. সারা বছর শাকসবজির চাষ করবো। প্রচুর পরিমাণে তা খাবো এবং যা অবশিষ্ট থাকবে তা বিক্রি করবো।

৫. চাষের সময় যতো বেশি সম্ভব চারা রোপন করবো।

৬. যত কম সন্তান জন্ম নেয় সেভাবে চলবো, খরচ কমাবো এবং স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেবো।

৭. শিশুদের শিক্ষা দেবো, তাদের শিক্ষার খরচ মেটানোর ব্যবস্থা করবো।

৮. শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখতে, পরিবেশ সুন্দর রাখতে সচেতন থাকবো।

৯. আমরা পুষ্করিণী খনন করবো এবং ব্যবহার করবো।

১০. বিশুদ্ধ পানি পান করবো। পানি সিদ্ধ করবো অথবা ওষুধ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করবো।

১১. আমাদের ছেলেদের বিবাহে কোনো যৌতুক চাইবো না, মেয়েদের জন্য তা দেবো না। যৌতুক আমাদের কেন্দ্রে নিষিদ্ধ থাকবে। অল্প বয়স্ক সন্তানের বিয়েতে আমরা বাধা দেব।

১২. আমরা কোন অন্যায় তো করবোই না অন্যদেরও কোন অন্যায় করতে দেবো না।

১৩. বেশি বিনিয়োগ করে বেশি আয়ের জন্য আমরা সমবেতভাবে চেষ্টা করবো।

১৪. সব সময় আমরা একে অন্যকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবো। কারো কোনো অসুবিধা ঘটলে আমরা তাকে সাহায্য করবো।

১৫. কোনো কেন্দ্রে শৃঙ্খলাভঙ্গ হলে হলে আমরা তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে থাকবো।

১৬. প্রতিটি কেন্দ্রে ব্যায়াম চালু রাখবো। সব রকমের সভা-সম্মেলনে আমরা সমবেতভাবে অংশগ্রহণ করবো (পৃঃ ১৪৪-১৪৫)।

কোনো কোনো কেন্দ্রে স্থানীয় সমস্যার ভিত্তিতে নিজস্ব নিয়ম-কানুনও রয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে "সনাতন ব্যাংকের মুখোমুখি গ্রামীণের" অবস্থান। ডঃ ইউনূসকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করেন - এসব নতুন নতুন চিন্তাধারা আপনি পেলেন কোথায়? ব্যাংকার না হয়েও আপনি ব্যাংক করলেন কীভাবে? তাঁর উত্তর হলো - "আমরা অন্য ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করে থাকি এবং ওরা যা করে ঠিক তার বিপরীতটি করি।" তাঁর এই জবাব হাস্যরসের অবতারণা করে থাকলেও তাঁর মতে, এটিই পূর্ণ সত্য।

(পৃঃ ১৪৭)। ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের বলবেন তাঁদের কাছে আসতে। কিন্তু যাঁরা গরীব, অশিক্ষিত তাঁদের কাছে এসব অফিসও একটা ভীতিপ্রদ জায়গা, তাই তাঁরা দূরে থাকেন। গ্রামীণ ব্যাংক শুরু থেকে কেবল তাঁদের কাছেই যাবার ব্যবস্থা নিয়েছে। তরুণকর্মীরা যখন জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে কোথায় যাব আমরা? - কেন যেখানে খুশী। গাছ তলায় গিয়ে ঘুমোন। চায়ের দোকানে গিয়ে কথাবার্তা বলুন। কিন্তু অফিসে বসে থাকছেন তা যেন না-দেখতে হয়। ... বেশি সময় অফিসে থাকলে শাস্তিপ্রদান করা হবে। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার জন্য আপনাদের বেতন দেয়া হয়, অফিসে বসে থাকার জন্য নয়।"

অংশীদারদের কাছে তাঁরা দায়বদ্ধ। ৮ শতাংশ শেয়ার সরকারের, বাকী শেয়ারের মালিক ঋণগ্রহীতারা। এদিক থেকে ফ্রান্সের *বঁক্ ম্যুত্যুয়েল্ (Banque Mutuelle)* এবং যুক্তরাজ্যের বাড়িঘর সংক্রান্ত বিনিয়োগ ও ঋণদান সংস্থার সঙ্গে গ্রামীণ তুলনীয়।

সাপ্তাহিক ও মাসিক পরিদর্শনের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা হয় যাতে তাঁরা কিস্তিপ্রদানে ও পারিবারিক উন্নতিবিধানে সমর্থ কিনা তা যাচাই করা যায়। একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে এভাবে - ঘরে পানি পড়ে এরকম বাড়ি, স্বাস্থ্যপ্রদ সেনিটারী ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, সপ্তাহে ৩০০ টাকা (৮ ডলার) কিস্তি প্রদানের নিশ্চয়তা, স্কুলগামী শিশুদের ভর্তি নিশ্চিত করা, পুরো পরিবারের তিন বেলা খাবার সংস্থান, নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকদের শিশুমৃত্যুর হার, জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যকর সেনিটারী ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার মান স্থানীয় অন্য গ্রামবাসীদের তুলনায় উন্নত পর্যায়ের। গ্রামীণ গৃহ ঋণ গ্রহণ করে ৩২৫,০০০টি মজবুত, পানি পড়েনা এরকম বাড়ি নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া নিজেদের আয় উন্নয়নের ফলে বাড়ি নির্মাণ করেছেন ১৫০,০০০ জন। ডঃ ইউনূস বলেন, "আমরা শুধু অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাই না, সামাজিক উন্নয়নে আরো বেশি প্রত্যাশী। আমরা চেয়েছি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে গণ্য যে-নারী স্বামীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ও তাঁর দ্বারা নিগৃহীত, একটা হ্যাঁ বা না-তে যাঁদের অস্তিত্ব ধূলি-ধুসরিত, তাঁরা যেন নিজেদের এবং তাঁদের সন্তানদের ভাগ্য নির্মাণে সক্ষম হন।

ষোড়শ অধ্যায়ে কৃষি ব্যাংকের পরীক্ষামূলক শাখারূপে গ্রামীণ ব্যাংকের অভ্যুদয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ব্যাংকের তদানিন্তন ব্যবস্থাপনা

পরিচালক এম. আনিসুজ্জামানের আনুকূল্যে ডঃ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের বীজ বপন করলেন, বলা চলে। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি চট্টগ্রাম শহরে ও বতুয়ায় তাঁদের গ্রামের বাড়িতে ঈদ-উল ফিতরের ছুটি কাটানোর কাহিনী শুনিয়েছেন। তাঁর অসুস্থ মায়ের ধর্মপ্রাণতা, ধৈর্য্যের মূর্তিমান প্রতীক পিতার পত্নীপ্রেম ও স্নেহানুভূতি যে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে তা জানিয়েছেন। সে বছরই তাঁর পত্নী ভেরার গর্ভে কন্যা মনিকার জন্ম। গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও ভেরা মনিকাকে নিয়ে মার্কিন মুলুকে অবস্থান করতে লাগলেন। কিন্তু দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ ইউনূস মার্কিন মুলুকে অভিবাসী হবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। আত্মজীবনীতে ইউনূস লিখেছেন : 'আমাদের দু'জনের যদি একই সংস্কৃতি হতো তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা আজ অবধি পাশাপাশি ও সুখী থাকতাম।' (পৃঃ ১৭০)।

১৯৭৭-এর ডিসেম্বরে তাঁরা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালেন।

বইটির তৃতীয় ভাগের শিরোনাম - "সৃষ্টি"-এর প্রথম, ক্রমানুসারে অষ্টাদশতম অধ্যায়ে রয়েছে ১৯৭৮-১৯৮৩ পর্বে গ্রামীণ ব্যাংকের গোড়ার ইতিহাস। শুরুতে ডঃ ইউনূস সুদৃষ্টি লাভে সমর্থন হন বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-গভর্ণর গঙ্গোপাধ্যায়ের। তবে এসময় তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ - চট্টগ্রামবাসী হওয়াতে জোবরা গ্রামে তার সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে - খন্ডনের উদ্দেশ্যে ঠিক করলেন টাঙ্গাইল হবে তাঁর নতুন কর্মক্ষেত্র। বিভিন্ন ব্যাংকের ১৯টি শাখা এবং জোবরার তরুণ সহযোগী আসাদ, দীপাল ও দাইয়ানকে নিয়ে শুরু হলো নতুন অভিজ্ঞতা (জুন ৬, ১৯৭৯)। টাঙ্গাইলে তখন খুনোখুনি আর দারিদ্র্যের ছিলো অব্যাহত প্রসার। অরাজকতার অন্যতম হোতা গণবাহিনী থেকে তিনি বাছাই করে নিলেন কিছু কর্মী। দেশ স্বাধীন করার পর কর্মের এই নতুন আদর্শ পেয়ে ওরা গঠনমূলক তৎপরতায় উদ্যোগী হয়ে উঠল। জোবরার মহিলা সহকর্মী নুরজাহান ও জান্নাত যোগ দিলো। পুরনো ছাত্রদের নিয়ে নতুন ধরনের অর্থনীতির ক্লাসে মেতে পড়লেন অধ্যাপক ইউনূস। নভেম্বর থেকে তাঁরা শুরু করলেন ভূমিহীন কৃষকদের কর্জ দেওয়া।

১৯৮০-র মার্চে আফরোজীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কয়েক বছর আগে কোনো বন্ধুর বাসায় তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। আফরোজী তখন ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। গরীবের ব্যাংকারের সঙ্গে দুঃখ কষ্টের জীবনের অংশীদার হলেন তিনি। তাঁদের ঘরে একটি কন্যা সন্তান এলো - দীনা। তাছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায়ও নিয়োজিত থাকলেন মিসেস ইউনূস।

টাঙ্গাইলে দু'বছর কাটলো কঠোর পরিশ্রমে। ব্যাংকারদের কাছে পদ্ধতির স্বীকৃতি পাওয়া গেল না - পাওয়া গেল পরিশ্রমের প্রশংসা। অবশ্য তা-ও পাওয়া যায় না অনেক সময়। দরিদ্র গ্রামবাসীদের ঋণদানের কর্মসূচী বাড়ানোর জন্য ইউনূস ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে গ্যারান্টিস্বরূপ ৮ লক্ষ ডলার পেলেন। ইফাদ থেকে ৩.৪ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ ব্যাংকের অংশীদারীত্বে পাওয়া গেল। এভাবে ১৯৮২ সালে তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, পটুয়াখালী ও টাঙ্গাইলের জন্য গ্রহণ করলেন বিস্তৃততর কর্মসূচী।

পরবর্তী অধ্যায়ে ডঃ ইউনুস পুরনো প্রথা, কুসংস্কার ও অন্যান্য বানানো অভিযোগের বিরুদ্ধে নানা উদাহরণ দিয়ে তাঁর কর্মপন্থার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার প্রয়াস পান। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও উদার কিন্তু নিয়ম শৃঙ্খলার অধীনে স্বল্পঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) প্রদানের যে নতুন ব্যবস্থা হলো তাতে আমরা জানতে পারলাম যে, বাংলাদেশের নারী সমাজ নতুন মর্যাদায় অভিসিক্ত হচ্ছেন। নরওয়ের জনশূন্য দ্বীপ মহিলাদের কর্মচাঞ্চল্যে ভরে উঠছে, শিকাগো আর আরাকানসাসে দু'তিন প্রজন্ম ধরে যাঁরা সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরাও এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন।

বিংশতিতম অধ্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য শত্রুর মোকাবেলায় গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি বিশ্লেষিত হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই তাঁরা ঋণ মওকুব করেন না, কিস্তি প্রদানের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। অন্য দিকে নতুন কার্যক্রমের জন্য ঋণদান অব্যাহত থাকে। কারো মৃত্যুতে দ্রুত সদস্যদের জমানো জরুরী খাত থেকে অর্থ প্রদান করা হয়। দুর্যোগ কবলিত সদস্যদের নানাভাবে সাহায্যে দিয়ে পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা পুনর্গঠনের প্রয়াস নেয়া হয়। টাঙ্গাইলের এক প্রমীলার কাহিনী শুনিয়েছেন তিনি - ভাগ্যবিপর্যয়ের মর্মন্তুদ বাস্তব ঘটনা, কিন্তু আশাবাদী হবার মতো উপাদান যথেষ্ট।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা পাই কীভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মী নিয়োজিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন সে বৃত্তান্ত। ডঃ ইউনূসের মতে, তাঁদের সাফল্যের বড় অংশ এই কর্মীবাহিনীর নিবেদিতচিত্ততা। অভিজ্ঞতাহীন তরুণদের তাঁরা নিয়োগ দেন প্রণোদনা দিয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গরীব দুঃখী মানুষের পাঞ্চজন্য নির্মাণের জন্য। যেখানে পাঁচজন দরকার সেখানে হয়তো দশজন নিয়োজিত হন। উপযুক্ততা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে বাদ পড়েন পাঁচজন। শিক্ষানবীশদের ক্ষেতে পাঠ যেমন সহজ, তেমনি কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ। সহজ কেমন? এটা অনেকটা স্বয়ং-শিক্ষণীয়। লম্বা-চওড়া কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটির প্রয়োজন পড়ে না। ক্ষেত্র গবেষণাই উপযুক্ত শিক্ষাস্থল। ডঃ ইউনূস মনে করেন যে,

"বাংলাদেশের যুবক-যুবতীরা সাধারণভাবে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। ছাত্ররা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা ছিলেন প্রথম সারিতে, জাতীয় কর্তব্য সাধনের জন্য তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে আত্মদানে সম্মত।" (পৃঃ ১০৮)।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠার কাহিনী। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করতে গিয়ে ডঃ ইউনূসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মত্যাগী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিতের। ১৯৮২-র রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের পর মুহিত অর্থমন্ত্রী হন এবং তাঁরই সাগ্রহ প্রয়াসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের আইনগত দিকটি উপযুক্তভাবে দেখে দেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ডঃ কামাল হোসেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শ ছিলো ঋণগ্রহীতাদের অংশ থাকবে ৬০% এবং সরকারের ৪০%। ডঃ ইউনূস এটা মেনে নিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু যা অনুমোদিত হলো তা ছিল ঠিক তার উল্টো ভাগাভাগিতে। মুহিত আশ্বাস দিলেন যে তিনি পরে সংশোধন করিয়ে দেবেন। কিন্তু সে সময় তিনি পাননি। পরবর্তী মন্ত্রী সাইদুজ্জামানও ছিলেন গ্রামীণ অনুরাগী। তিনি সরকারের অংশ ৬০% থেকে ২৫%-এ নামিয়ে আনলেন। ইতোমধ্যে ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের একটি লোগোও এঁকে ফেললেন। ২রা অক্টোবর ১৯৮৩ গ্রামীণ ব্যাংক সত্যি সত্যি প্রতিষ্ঠিত হলো। বহু বাধা বিঘ্ন এসেছে। সৌভাগ্যক্রমে ধৈর্য, সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা সেসবের মোকাবেলা করেছেন এবং বিজয়ী হলেন।

এরপর শুরু গ্রন্থের চতুর্থ ভাগ, যার উপ-শিরোনাম : "গ্রামীণ মডেল কি রপ্তানীযোগ্য?" ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়ে ডঃ ইউনূস কীভাবে বিভিন্ন দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের মূল-নীতিমালা অনুসরণ করে সাফল্যজনক স্বল্পঋণ প্রদানের কর্মসূচী কার্যকর হচ্ছে তার বিবরণ দিয়েছেন। এর জন্য ঢাকায় বছরে ৪ বার কর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ৫৮টি দেশে গ্রামীণ পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। তবে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, প্রভূত প্রশংসা সত্ত্বেও ইউরোপে তাঁর কর্মপদ্ধতি গ্রহণে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ সেখানে রয়েছে দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রাবল্য। এজন্য যে সব সরকারী বেসরকারী ব্যবস্থা রয়েছে তাতে ওখানকার দুঃস্থ মানুষ এক ধরনের বন্দীদশায় রয়েছেন। (পৃঃ ১৩৯)। তবে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যদিকে পোল্যান্ডে, আলবেনিয়া ও বসনিয়াতেও বিস্তৃত হয়েছে গ্রামীণ পদ্ধতির স্বল্পঋণ কর্মসূচী।

ডঃ ইউনূস অবশ্য একটি বিষয়ে সচেতন : তাঁর কর্মপদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র যে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে তা মনে করার কারণ নেই। প্রয়োজনমাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একতাবদ্ধ ঋণ গ্রহণে মানুষের নিজের মধ্যে যে অব্যবহৃত কর্মশক্তি রয়েছে তা নিজেই কাজে লাগানোর সুযোগ পায়। মানুষ সৃজনশীল হতে পারে, সে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উপায় খোঁজে। তবে প্রথম দিকে ওটা খুব শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ধৈর্যের প্রয়োজন। তাঁর বিশ্বাস, একটি ভালো ভাবধারা অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে। এমনকি একদিন যদি গ্রামীণ ব্যাংক না-ও থাকে তবু তাঁদের ভাবধারা বিরাজ করবে। গণমানুষের পুঁজিবাদের দর্শন একভাবে না একভাবে আত্মপ্রকাশ করবেই।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ে ডঃ ইউনূস আমেরিকায় কীভাবে তাঁর ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতি প্রচার ও প্রসার লাভ করলো, তা জানিয়েছেন। ১৯৮৫-তে আরাকানসাসের গভর্ণর বিল ক্লিন্টন তাঁর রাজ্যে গ্রামীণ পদ্ধতি চালু করার জন্য ইউনূসের সাহায্য চাইলেন। দেখা হলো ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬-তে। তারপর নানা নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চালু হতে থাকলো স্বল্পঋণদান পদ্ধতি আরাকানসাস ও অন্যত্র।

পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে ইউনূসের শিকাগো বিজয়ের কাহিনী। এই পর্বে তাঁর পরিচয় হলো স্যাম-এর সঙ্গে। ১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে স্বল্পঋণ সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন এই স্যাম। পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে গ্রামীণ ব্যাংক ও রেজাল্টস (সাম-এর প্রতিষ্ঠান)-এর যৌথ অংশীদারিত্বের সূত্রপাত কোথায় কীভাবে তা জানানো হয়েছে।

এরপর গ্রন্থের পঞ্চমভাগ। এর উপ শিরোনাম : "অর্থনীতি সম্পর্কে কিছু চিন্তাভাবনা"। এতে রয়েছে ছ'টি অধ্যায়। সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়ের প্রসঙ্গ, "স্বাধীন কর্ম, প্রয়োজনের দিকে প্রত্যাবর্তন"। অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়ে রয়েছে উদারনীতি ও সামাজিক লক্ষ্য প্রসঙ্গ, উনত্রিশতম অধ্যায়ে গরীবদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে, ত্রিশতম অধ্যায়ে জনসংখ্যা সমস্যা এবং একত্রিংশতম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো, "দারিদ্র্যহীন এক বিশ্ব : কখন কীভাবে?" দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়ের শিরোনাম, "দারিদ্র্য - অর্থনীতিবিদদের এড়িয়ে যাওয়া প্রশ্ন"। এভাগের প্রথম অধ্যায়টিতে সমকালীন বিশ্বের বেকারত্বের সমস্যা, বড় বড় শিল্পকারখানাগুলোতে প্রচুর ভর্তুকি বা অন্যান্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস, অতিরিক্ত কর্ম সৃষ্টির চেষ্টাও সফলতা আনছেনা সে নিয়ে আলোচনা করে ডঃ ইউনূস স্বাধীন কর্মের সুবিধাদি বর্ণনা করেছেন দশটি সূত্রাকারে এবং দেশ বিদেশের কিছু উদাহরণ সমেত।

গ্রন্থকার পরের অধ্যায় শুরু করেছেন নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা দিয়ে। গোড়াতে তিনি ছিলেন একজন প্রগতিশীল মধ্য-বামপন্থী। রক্ষণশীল ধ্যান ধারণায় তাঁর ছিলো প্রবল অসন্তুষ্টি। সহপাঠীদের মতো তিনি ছিলেন মার্কসবাদী অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত। ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রিয় অধ্যাপক জর্জেসকু রোয়েজেন কম্যুনিস্ট ছিলেন না কিন্তু মার্কসবাদী লজিক পছন্দ করতেন। মার্কিন মুলুকে তিনি আবিষ্কার করলেন বাজার অর্থনীতি যা ব্যক্তিকে মুক্তি দেয় কিন্তু দাঁড়ায় শক্তিমানদের পক্ষে। অথচ এই পদ্ধতি থেকেই সম্ভবপর ছিল গরীবের ভাগ্যোন্নয়ন।

গ্রামীণ ব্যাংক আত্মসাহায্যের ব্যাংক। এর সদস্যরা যখন ধনী হয় তখন তাঁরা বিনিয়োগ করেন - পানির পাম্প, পায়খানা, নতুন বাসগৃহ, স্কুল ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সার্ভিসের জন্য।

গ্রামীণ ব্যাংক গোড়া থেকে প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। বামপন্থীদের কাছে এটা একটা মার্কিন ষড়যন্ত্র যাতে গরীবদের মধ্যে পুঁজিবাদের বিস্তৃতি ঘটে এবং বিপ্লব বন্ধের আফিম। ডানপন্থী মুসলিম মহল এতে ধর্ম ও তমুদ্দুন ধ্বংসের বীজ খুঁজে পেয়েছেন। ডঃ ইউনূসের মতে, বড় বড় দর্শন ও মতবাদ এড়িয়ে সমাজবাস্তবতার নিরিখে প্রয়োগবাদী হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তাঁর দৃষ্টি সব সময় সামনের দিকে। পুঁজিবাদী না হয়েও বাজার অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের উপযোগিতা তিনি স্বীকার করেন। তবে বেকারভাতা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, এতে সমস্যার সমাধান নেই, দারিদ্র্যের জন্য দরিদ্র ব্যক্তি দায়ী নন, সমাজ যেভাবে গঠিত তাতেই রয়েছে গলদ (পৃঃ ২৭৫)। সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন সর্বনিম্ন পর্যায়ের অবাধ সরকারী হস্তক্ষেপ। আত্মশক্তির উদ্‌বোধনেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠে দরিদ্র জন, মুখ দেখে সুখের। গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতায় তিনি নিশ্চিত যে, একটি উন্নততর সমাজ আমরা গড়ে তুলতে পারি। ঐতিহ্যবাহী রাজনীতি বা অর্থনীতির ধারার সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংক পদ্ধতির মিল হবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে এক-এক জনের এক-এক রকম ধারণা। ডঃ ইউনূস মনে করেন, এটি হলো সমাজের ৫০% অথবা ২৫% সবচেয়ে কম সুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনের মান উন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা। (পৃঃ ২৭৮)।

একতাবদ্ধ ঋণের সুযোগে এখন বড় কাজের মূল ভিত্তি নির্মিত হতে চলেছে। গ্রামীণ ফোন, সাইবার নেট, শক্তি ইত্যাদির কর্মচাঞ্চল্যে দেশের সিংহভাগ দরিদ্র মানুষের অধিকারে আসবে সেসব দুর্লভ বস্তুর ব্যবহার যা ছিলো দেশের ধনী ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া।

উণত্রিশতম অধ্যায়ে ডঃ ইউনূস আমাদের তাঁর আরেকটি বিশ্বাসের কথা শোনালেন :

প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যে জন্মগতভাবে একটি ক্ষমতা থাকে যা দিয়ে যেভাবে হোক সে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এই অধ্যায়ে এবং অন্যত্র তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও শিল্পোন্নত দেশ সমূহের 'সাহায্য'-দান প্রকল্পসমূহের তীব্র সমালোচনা করেন। কারণ এর প্রায়-সবটাই ধনী ও তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের কাছে চলে যায়। দরিদ্রদের প্রয়োজন মোতাবেক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৯৪ সালে ডঃ ইউনূস ইউনেস্কোর ডিরেক্টর-জেনারেল ডঃ ফ্রেদেরিকো মায়োর-এর কাছে লেখা একটি পত্রে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন :

> "আমাদের বিশ লক্ষ ঋণগ্রহীতা রয়েছে যারা এখন থেকে ২০০০ সালের মধ্যে দারিদ্রসীমা অতিক্রম করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। এরপর আজ সে প্রতিষ্ঠান 'গরীবের ব্যাংক' নামে পরিচিত তা 'পুরনো দিনের গরীবের ব্যাংক' নামে পরিচিত হতে পারে। ... আমাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি। অতএব, ইউনেস্কোর কাছে আমার চ্যালেঞ্জ :
>
> আপনি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন যাতে আমার গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যবৃন্দ ২০০০ সালের মধ্যে ১০০% অক্ষরজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক?"

মসিয় মায়োর তা গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী বছর পিকিং সম্মেলনে ইউনেস্কো ও গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় একটি স্মারক চুক্তি। সম্প্রতি *গ্রামীণ শিক্ষা* নামে একটি নতুন সংগঠন এবিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

ত্রিংশতম অধ্যায়ে রয়েছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যাদির ওপর ডঃ ইউনূসের নতুনতর উপস্থাপন। পূর্বাপর তিনি বলে যাচ্ছেন যে, প্রতিটি মানুষ আসলে এক ধরনের অপরীক্ষিত সম্ভাবনার আধার। ১৭৯৮ সালে থমাস ম্যালথুস জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কে যে বিখ্যাত থিয়োরী নির্মাণ করেছিলেন তা এখন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। বাংলাদেশে খুব স্বল্প পরিমাণ আয়তনে অনেক বড় জনসংখ্যার অবস্থান। তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ফ্লোরিডায় যেন আমেরিকার অর্ধেক অধিবাসী এসে বসবাস করছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। থিয়োরী মোতাবেক আমাদের দ্বিগুণ গরীব হবার কথা। অথচ তা হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলবেন, জনসংখ্যা না বাড়লে জীবনধারনের মান দ্বিগুণ বাড়তো। ইউনূস এতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ জনগণকে ভয় দেখাতে পছন্দ করেন। এতে একটা

সত্য গোপন থাকে : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রাপ্ত একই ফল লাভের জন্য সাধারণভাবে ব্যক্তির, বিশেষ করে বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেকে তাঁর নিজের স্বার্থ ভাল বোঝেন। যে-দম্পতী বুঝবেন যে তাদের কম সন্তান হওয়া উচিত তাঁরা তা করবেন যদি তাঁদের সামনে যা প্রয়োজন তা থাকে। তাঁদের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য সরকার বা সংস্থাগুলোর যেন কিছুই করণীয় নেই। চল্লিশটি দেশে জাতিসংঘের জরিপে প্রমাণিত হয়েছে যে যেখানে মেয়েদের সমতা বিধান হয়েছে সেখানে জন্মের হার কমে গেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস জাতীয় গড় থেকে দ্বিগুণ বেশি। তাই তাঁর প্রশ্ন : একতাবদ্ধ ঋণ যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত ফললাভের সূচনা করে তাহলে তাকে উৎসাহিত করা যাবেনা কেন?

একত্রিংশতম অধ্যায়টি গ্রন্থ-শিরোনামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ : "দারিদ্রহীন একটি পৃথিবী : কখন কীভাবে?" গ্রন্থকার শুরুতেই নতুন প্রশ্নের অবতারণা করেছেন : এক শতাব্দী পর এখান থেকে কোথায় যাবো আমরা? অনেকেই মনে করেন এটা যেন ২৪ ঘন্টা পরের ব্যাপার। তাই তাঁর মতে, এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবেন না। বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা বুঝতে পারছি যে পৃথিবী পাগলপারা হয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এটা আরো বাড়বে। এসব পরিবর্তনে মানুষের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচিত করছে কিনা সেটাই আসল প্রশ্ন। (পৃঃ ২৮৯)। আমরা যদি নিজেদের পৃথিবী নামের এই মহাশূন্যযানের যাত্রীরূপে কল্পনা করে থাকি তাহলে এটা স্পষ্ট হবে যে আমরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছি। পরিচালকবিহীন, পথের মানচিত্র ছাড়া এক মহাযাত্রায় আমরা শামিল হয়েছি। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের বোঝাতে সমর্থ হই যে, আমরাই এই জাহাজের নাবিকদল। আমাদের গন্তব্য একটি নির্ধারিত আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যে। ভালো-মন্দ যাচাই না করে ভুল পথে চলার উপায় নেই। প্রয়োজনে ঘুরতি পথে গিয়ে হলেও পৌঁছুতে হবে লক্ষ্যে। তাই ডঃ ইউনুসের দৃপ্ত ঘোষণা :

"২০৫০ সালের মধ্যে আমি চাই যে বিশ্ব দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসুক। এই গ্রহে আর এক জন মানুষও যেন গরীব বলে অভিহিত না-হয়। দারিদ্র্য শব্দটির যেন ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো তাৎপর্য না-থাকে। দারিদ্র্য তখন যাদুঘরের বস্তু হয়ে থাকবে। সভ্যজগতে তার কোনো স্থান থাকবে না। স্কুলের ছাত্ররা যখন এসব যাদুঘর পরিদর্শনে যাবে তখন তারা পূর্ববর্তীদের জীবনের দুর্দশা এবং মানবতার অবমাননা দেখে ভীত, শঙ্কিত হয়ে

পড়বে। একুশ শতকের শুরু অবধি এই সামাজিক অনাচার এই মাত্রায় বিরাজমান দেখে তারা তাদের অগ্রজদের কিছু কটূ কথাও শোনাবে।" ... (পৃঃ ২৯০)।

এভাবে একজন স্বাপ্নিক জীবনদর্শীর মতো ইউনূস লিখে গেছেন তাঁর সংকল্পের কথা :

"গরীবী হঠানোর উপায় হচ্ছে কাজ। ভিক্ষা কোনো সমাধান আনবে না। ওতে দারিদ্র্য ছড়ায়। সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিই সত্যিকার সমাধান।"

রাষ্ট্রসমূহ তৈরি করেছে বড় বড় আমলাতন্ত্রের ডিপো। তাছাড়া আইন শৃঙ্খলার জন্য রয়েছে বিশাল ব্যবস্থা। ট্যাক্সের বড় অংশ এতে ব্যয়িত হয়। সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ যাই হয়ে থাকুক না কেন, সুযোগের সমতা এতে ব্যাহত হয়। অনুদানে বড় হওয়া শিশু সারা জীবন সাহায্যপ্রার্থী থেকে যায়।

এরপর ডঃ ইউনূস নতুনতর টেকনলজি উদ্ভাবনের ফলে সারা বিশ্বে যে অবশ্যম্ভাবী অথচ অসম্ভব রকমের পরিবর্তন সূচিত হতে যাচ্ছে তার ইঙ্গিত দেন। তথ্য বিনিময়ের সুযোগ পৃথিবীকে বদলে দেবে। বিশ্ববিদ্যালযের ধারণাও যাবে পাল্টে। ... জড়সড় হয়ে সীমান্তের মধ্যে মানুষ আর আটকা থাকবে না। আগামী শতাব্দীতে মানুষ পাসপোর্ট ভিসার কথা বিস্মৃত হবে। মানুষ হিসেবে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। জাতীয় পরিচয় অবশ্যই থাকবে। ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিক, স্থানিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে প্রত্যেকে তাদের কণ্ঠস্বর শোনাবে কিন্তু অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে এবং আধিপত্যসুলভ মনোভাব পরিহার করে। সংলাপে উন্মুখ, এই বিভিন্নতা সমৃদ্ধ করে তুলবে মানুষের উত্তরাধিকার।

বত্রিশতম অধ্যায়ে ডঃ ইউনূস স্বাধীন কর্মসংস্থানের বিষয়টির প্রতি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে,

"অর্থনীতিবিদগণ কেবল বেতনভুক কর্মকে গণ্য করে থাকেন। উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বে যুবশক্তিকে এর জন্য প্রস্তুত করা হয়। চাকুরী পাওয়া না গেলে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। শিল্পোন্নত দেশে তখন সাহায্যের ব্যবস্থা করে। বিকাশশীল দেশসমূহে দারিদ্র্য ও দুঃখদুর্দশার জীবন শুরু হয়।"

কাজের জন্য প্রস্তুতির এই পর্বটি ডঃ ইউনূসের কাছে মা যেমন তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যাকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়াস পান তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবন অনেক মূল্যবান। সারাটি জীবন এভাবে চাকুরীর বাজারের জন্য প্রস্তুত করে অবশেষে একজন চাকুরীদাতার সেবায় নিয়োজিত রাখা অকল্পনীয়। আমাদের দূরবর্তী পূর্বপুরুষেরা কিন্তু এভাবে চাকুরীর বাজারের

বলি হতে চাননি : শিকার, চাষবাস প্রভৃতি নিয়ে তাঁরা বেঁচে থেকেছিলেন। বহু বিশ্লেষণের পর তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত :

"বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচনে স্বাধীন কর্মসংস্থান হবে সবচেয়ে উপযুক্ত স্ট্রাটেজি।" (পৃঃ ২৯৬)।

উন্নয়ন-অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে ডঃ ইউনূস বহু মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এ অধ্যায়ে। পরিশেষে তাঁর সুনির্দিষ্ট সুপারিশ হলো, স্বাধীন কর্মসংস্থানের সঙ্গে স্বল্পঋণ অর্থনীতি (মাইক্রোক্রেডিট ইকনমি)'র থিয়োরীর সংযোগ ঘটিয়ে অর্থনীতিবিদগণ সহজে দারিদ্র্য, উন্নয়ন, পরিবার, জনসংখ্যা, নারী পুরুষ সম্পর্ক ও অন্যান্য সামাজিক প্রশ্নের (যেমন, ব্যাংক, সম্পদের অধিকার) সমাধান করতে পারেন। এগুলোকে অনানুষ্ঠানিক বলে উপেক্ষা করবার উপায় নেই।

গ্রন্থটির ষষ্ঠ তথা শেষ ভাগের উপ-শিরোনাম : "নতুন অভিজ্ঞতা, নতুনতর দিগন্ত"। ক্রমানুসারে পাচ্ছি তেত্রিশতম অধ্যায়, "বাসগৃহের জন্য ঋণ, সাফল্যমন্ডিত এক অভিজ্ঞতা" বিষয়ক।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে বাড়ি নির্মাণের জন্য ৭৫,০০০ টাকা ঋণ দেয়ার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে তাঁদের ঋণগ্রহীতাদের জন্য বাড়ি প্রতি ৫,০০০ টাকা করে ঋণ প্রদানের একটি প্রস্তাব প্রেরিত হলো। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জানানো হলো যে ঐ টাকায় 'বাড়ি" নামে অভিহিত করা যায় এরকম কিছু জাতীয় গৃহ-ঐতিহ্যে করা যেতে পারে না। ইউনুস এর প্রতিবাদ করে জানালেন যে,

"ওসবের দরকার নেই, মাথার উপর বৃষ্টি ঠেকানোর ব্যবস্থাটাই জরুরি হয়ে পড়েছে।" তাঁর আবেদন তিন বার প্রত্যাখ্যাত হলো। অবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর সকাশে গেলেন স্বয়ং গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। গভর্ণরের জিজ্ঞাসা,

"আপনি কি নিশ্চিত যে দরিদ্র ঋণগ্রহীতা এই টাকা ফেরত দিতে পারবে?"

ইউনূস জানালেন,

"হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। ওরা সবসময় ফেরত দিয়ে আসছে। ফেরত না দেয়ার কোনো কারণ নেই। ধনীদের বিপরীতে গরীবদের ফেরত না দিয়ে তো কোনো উপায় নেই। ওদের জন্য বেরিয়ে আসার এই তো একমাত্র উপায়।"

পরীক্ষামূলক ঋণদানের সুযোগ পেয়ে গেল গ্রামীণ ব্যাংক। বারো বছরে ৩৫০,০০০ এর-ও বেশি গৃহঋণ দেয়া হয়েছে যা প্রায় ১০০% মাসিক কিস্তিতে পরিশোধিত হয়ে আসছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের বাড়ির নক্শা কায়রোতে আগাখান পুরস্কার পায়। বিশ্বের বহু বিশেষজ্ঞের কৌতুহল, কে এই স্থপতি, যিনি ৩০০ ডলারে এত সুন্দর বাড়ি নির্মাণের নক্শা করতে পারলেন। ডঃ ইউনূসের জবাব : কোনো পেশাদার স্থপতি নন, আমাদের ঋণগ্রহীতারা ভালোবাসা দিয়ে নিজেদের নক্শা ও বাড়ি তৈরি করে থাকেন। তাঁরাই তাঁদের বাড়ির স্থপতি, তাঁরাই তাঁদের জীবনের স্থপতি।

চৌত্রিশতম অধ্যায়টি স্বাস্থ্য ও অবসরগ্রহণ সম্পর্কে। স্বাস্থ্যবান প্রবীনদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে প্রদত্ত অর্থ ডঃ ইউনূসের মতে ক্ষতিকর। অবশ্য যাঁদের পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব নয় এবং টেলিভিশন দেখেই যাঁদের জীবন অতিবাহিত হয় তাঁদের কথা ভিন্ন। প্রবীনদের জীবন অর্থবহ হতে পারে তাঁদের উপযুক্ত অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কাজে নিয়োজিত থাকলে যা ইউনূস আফ্রিকান বা রেড ইন্ডিয়ান রিজার্ভে দেখেছেন। অন্যদিকে গরীবদের মধ্যে যাঁরা স্বল্পঋণ গ্রহণ করে নিজের, পরিবারের এবং দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের সুস্বাস্থ্যের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ডঃ ইউনূস বুঝতে পেরেছেন যে,

"গ্রামীণ ব্যাংক শুধু যে ব্যক্তি-সাফল্যের দীর্ঘ বিস্তৃত ইতিহাস, তা নয়। সব সময় সাফল্য অর্জিত হয়নি আমাদের। পথ দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে আমাদের ত্রুটিসমূহ বেছে নিতে সমর্থ হতে হবে। সেগুলো বিশ্লেষণ করে ত্রুটি যাতে আর না ঘটে তা দেখতে হবে। তাছাড়া স্বল্পঋণ যে সমাজের সব সমস্যার সমাধান করে দেবে তা-ও তো নয়। ... সেজন্য যতো শীঘ্র সম্ভব স্বাস্থ্য সমস্যার কর্মসূচী উন্নয়ন ঘটাতে চাই।" (পৃঃ ৩১০)।

পরবর্তী অধ্যায়ে গ্রামীণ ফাউন্ডেশনের মৎস্য কর্মসূচী আলোচিত হয়েছে। 'মাছে ভাতে বাঙালি'র দেশে খুব সহজে ইউনুস আকৃষ্ট হলেন এই ক্ষেত্রে। অলাভজনক কাজের জন্য ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি। আচমকা এসে পড়া এই নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন - একদিকে ভূমিহীন কৃষকের বিরাট সংখ্যা, অন্যদিকে ১.৫ মিলিয়ন অব্যবহৃত পুকুর, দীঘি ছড়িয়ে আছে দেশ জুড়ে। উপসংহারে তাঁর মন্তব্য,

"বাংলাদেশের যে সম্পদ রয়েছে তাতে গরীবের গরীব থাকার কথা নয়। সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারই হয়েছে সমস্যা।"

ছত্রিশতম অধ্যায় হলো "গ্রামীণ ফোন – গরীবদের জন্য প্রযুক্তি" বিষয়ক। বছর চারেক আগে তাঁর সহকর্মী খালিদ সামস তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ইকবাল নামে এক বাঙালি-আমেরিকানের সঙ্গে। ইনি ইউনূস

সাহেবের সঙ্গে এক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হয়েছিলেন। যাহোক, গ্রাম অবধি ভ্রাম্যমান-দূরালাপনী (মোবাইল টেলিফোন) ছড়িয়ে দেয়ার একটা পরিকল্পনা তাঁর ছিলো। অবশেষে ২৬শে মার্চ '৯৭ গ্রামীণ ফোন চালু হলো। ডঃ ইউনূস এর জন্য দুটি কোম্পানী খুললেন। *গ্রামীণ ফোন* নামে একটি লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানী। এর ৩৫% শেয়ার *গ্রামীণ টেলিকম*-এর। এবং এটি একটি অলাভজনক সংস্থা। এভাবে গ্রামে সৌরশক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন *গ্রামীণ শক্তি* নামে একটি সংস্থা। *গ্রামীণ সাইবার* নামে আর একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের আশা, এর দ্বারা গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের সন্তানাদির জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এরপরও আছে *গ্রামীণ কম্যুনিকেশন। গ্রামীণ সাইবার নেট*-এর সঙ্গে যৌথভাবে এটি ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করেছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা পাচ্ছি গ্রামীণ ট্রাস্ট সম্পর্কে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রসিদ্ধির কারণে সারা বিশ্বে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক। এদের জবাব দেবার জন্য বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংযোগ কর্মসূচী চালিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজন হলো এই সংস্থার। কিছুটা নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে এর অর্থ সংস্থানের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ডঃ ইউনূস।

আটত্রিশতম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে দরিদ্রতর মানুষদের জন্য বিশ্বব্যাংকের সাহায্য প্রসঙ্গ। উক্ত ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সেরাজেলদীন ১৯৯৩'র এক সন্ধ্যায় ইউনূসকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি গ্রামীণের কোনো কাজে আসতে পারেন কিনা। ইউনূস বললেন,

"আপনাদের প্রতিপক্ষ তো সরকার। আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন কীভাবে?"

- না, আমরা তো করতে চাইতাম। কিন্তু আপনিই আমাদের অর্থ গ্রহণ করছেন না।
- গ্রামীণ ব্যাংকের প্রয়োজন নাই। আমরা নিজেদের নিয়ে বেশ ভালোই আছি।
- গ্রামীণ ট্রাস্টের জন্য যে ১০০ মিলিয়ন ডলার তুলতে চাচ্ছেন তার কী হলো?
- তেমন কিছু অগ্রসর হয়নি। সে রকম কেউ এগিয়ে আসছেন না। শুধু ইউ এস এইড দুই মিলিয়ন দিতে চেয়েছেন।
- আপনি কি বিশ্বব্যাংকে কোনো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

- না, আমার তো মনে হয়নি যে আপনারা এ বিষয়ে আগ্রহী হতে পারেন।
- আপনি কি কালই প্রস্তাবটি ফ্যাক্স করতে পারবেন? দেখি, আমি কী করতে পারি।

ফ্যাক্স পাবার এক সপ্তাহ পর ইসমাইল ফোন করে জানালেন যে, বাকী আটানব্বই মিলিয়ন ডলার তাঁরা দিয়ে দেবেন। ইউনূস একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলেন এবং জানতে পারলেন যে, এই অর্থ হবে ঋণ। তবে খুব স্বল্প সুদে। প্রায় অনুদানই বলা চলে। কিন্তু তিনি দেখলেন, এমনকি ১ শতাংশ সুদ হলেও ডলারে এই বিরাট অংকের ঋণ পরিশোধ করা শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। দু'পক্ষ থেকে অনেক চেষ্টা করেও কোনো সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না। ইসমাইল অবশ্য এরপরও এগিয়ে এলেন দু'মিলিয়ন ডলার অনুদান নিয়ে। বিশ্বব্যাংক কোনো অনুদান দেয় না। তবে লভ্যাংশ থেকে পাওয়া প্রেসিডেন্টের ইচ্ছাধীন বিশেষ ফান্ডের অংশবিশেষ এই অর্থ।

প্রফেসর ইউনূসের অভিপ্রায় শুভানুধ্যায়ীরা প্রত্যেকে ১০০ ডলার চাঁদা দিয়ে এই ফান্ড গড়ে তুলুক। একবার এক বক্তৃতায় এই ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ২৩০০ ডলার পান। বিশ্বব্যাংকের ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ হলো শুধু ঋণ নয়, দরিদ্র ও বঞ্চিতদের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা হোক। ইতোমধ্যে এর সিজিপি নামক একটি অঙ্গ সংগঠন হয়েছে এই উদ্দেশ্যে।

এরপর উপসংহার-শিরোনাম : "স্বল্পঋণ বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন - ২০০৫ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ১০০ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবার।" আমেরিকায় দু'জন এবিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন, ডঃ ইউনূস তার একটা বাস্তবসম্মত কর্মপন্থা তৈরি করেছিলেন। ফেব্রুয়ারি ২-৪, ১৯৯৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেন ওয়াশিংটনে ১৩৭টি দেশ থেকে প্রায় ৩০০০ অংশগ্রহণকারী। সম্মেলনে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ডায়াসে ছিলেন হিলারী রডহাম ক্লিন্টন (আমেরিকার ফার্স্ট লেডী), স্পেনের রানী সোফিয়া, জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ সুতুমো ইতো, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মালীর প্রেসিডেন্ট আলপা ওমর কোনার, উগান্ডার প্রেসিডেন্ট মুজভেনি, মোজাম্বিকের প্রধানমন্ত্রী মুম্বি, পেরুর প্রেসিডেন্ট আলবের্তো ফুজিমরি, মালয়েশিয়ার ফার্স্ট লেডী ডঃ সিতি সেমাহ এবং ডঃ ইউনুস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আর যাঁরা ভাষণ দিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট, ইউএনডিপি-প্রধান, ইউনিসেফ-প্রধান, ইউনেস্কোর ডিরেক্টর-জেনারেল, সিডার প্রেসিডেন্ট, এইড-প্রধান, ইফাফ-প্রধান প্রমুখ।

অবশেষে স্বল্পঋণ বিষয়টি একটা যথার্থ আন্তর্জাতিক কর্মপন্থায় পরিণত হলো। দার্শনিকের মতো ডঃ ইউনূসের বক্তব্য,

"জীবন আমাদের নিয়ে চলে রহস্যময় পথে - আমাদের শক্তির বাইরে সম্পূর্ণ অকল্পনীয় অবস্থানে পৌঁছে দেয়।"

তাঁর স্পষ্ট ভাষণ,

"অর্থনীতির পাঠ আমাকে অর্থ কী তা শিখিয়েছে। এখন যেহেতু আমি একটি ব্যাংক পরিচালনা করি, টাকা ধার দিই; আমাদের বিনিয়োগের সাফল্য দেখা যাচ্ছে একদা অভুক্ত আমাদের সদস্যদের হাতের মধ্যে নোটের বান্ডিল দেখে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই যে, স্বল্পঋণের আন্দোলন যদিও গড়ে উঠেছে অর্থকে কেন্দ্র করে কিন্তু গভীরভাবে প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেখা যাবে যে টাকার সঙ্গে এর সম্পর্ক নাই। স্বল্পঋণ হচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ সীমায় উঠিয়ে দেয়ার সহায়ক। এখানে অর্থ মূলধন নয়, মানবিক মূলধনই মূল্যবান। স্বল্পঋণ মানুষকে তার স্বপ্ন সফল করতে একটি উপাদানরূপে গণ্য হতে পারে এবং গরীবদের মধ্যে সবচেয়ে গরীবকেও মর্যাদা ও সম্মান লাভে এবং তার জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে সাহায্য করে।" (পৃঃ ৩৪০)।

ইউনূস প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন, কেন শুধু আজ তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে পৃথিবীর সমান বয়সী যে দারিদ্র তা বিমোচনের জন্য একটা কিছু করার কথা উঠছে? ... অবশেষে শীর্ষ সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে উঠে তাঁর মনে পড়লো জোবরার কথা, প্রথম দিকের ঋণগ্রহীতাদের কথা। বক্তৃতায় তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান,

"গ্যারান্টির দাসত্বমুক্ত ঋণ, আর্থিক বর্ণবাদ অবসানের জন্য। ঋণ এখন ব্যবসার চেয়ে বেশি, এটা খাদ্য বস্ত্রর মতো। ঋণ এক মানবাধিকার। মানুষের জীবনে সৃজনশীলতার ফল্গুস্রোত বইয়ে দেবার জন্য, সম্মান অর্জনের সুযোগসৃষ্টির জন্য এর প্রয়োজন। ভবিষ্যতের যাদুঘরে ছাড়া সভ্য মানবসমাজে দারিদ্র্যের কোনো স্থান নেই। "রাইট ভ্রাতৃবৃন্দের বারো সেকেন্ড আকাশ ভ্রমণের মাত্র পঁয়ষট্টি বছর পর মানুষ চাঁদে হেঁটে ছিল। এই শীর্ষ সম্মেলনের পঞ্চান্ন বছর পর আমরা আমাদের চাঁদে গমন করবো। দারিদ্রবিহীন বিশ্ব আমরা নির্মাণ করবোই।" (পৃঃ ৩৪২)।

মুহাম্মদ ইউনূস রচিত *ভের্ অ্যাঁ মোঁদ সঁ পোভ্রতে* বইটি আমি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে পড়েছি। প্রথমে একটা দ্রুত পঠন, পরে একাধিকবার বিভিন্ন অংশ পাঠ করেছি বক্তব্যের গভীরতর তাৎপর্য অনুধাবনের মানসে। বইটির

ইংরেজি/বাংলা সংস্করণ বেরুবার আগে অভিনিবেশ সহকারে দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে, মূল ফরাশি থেকে কিছু অংশ তরজমা করে এই পরিচিতি রচনায় আত্মনিয়োগ করি। আনন্দিত হয়েছি, উত্তেজিত হয়েছি, বিস্ময়বোধ করেছি! সমকালে কোনো বই আমাকে এতখানি উদ্‌বেলিত করতে পারেনি। নিজে অর্থনীতিবিদ না হয়েও এবং এনজিও-কর্মধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত না থেকেও আমার মনে হয়েছে এটি শুধু একজন কর্মিষ্ঠ চিন্তাবিদের আত্মকাহিনী নয়, যে কোনো মানবকল্যাণকর্মীর জীবনবেদ।

ফরাশি পত্রপত্রিকা, বিশেষ করে *ল মোঁদ, ল নুভেল অব্‌সের্‌ভাত্যর, ল ফিগারো লিতেরের, লেক্‌সপ্রেস্* প্রভৃতির মতো প্রথম শ্রেণীর ভয়ংকর রকমের নাক-উঁচু পত্রিকা ডঃ ইউনুসের বইয়ের তথা তাঁর প্রয়াসের কুণ্ঠাহীন প্রশংসা করেছেন, ছবিসহ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তবে খুব ভালো লেগেছে *লা ক্রোয়া (La croix)* দৈনিকের মায়েল ফ্লো (Maëlle Flot)-র দুটি ছোট্ট মন্তব্য :

"পদ্ধতি যেমন প্রয়োগবাদী তেমনি (তাঁর) বিশ্লেষণও মনোজ্ঞ। ... মুহাম্মদ ইউনুসকে বিশ্বাস করতে হলে দেখা যাবে যে তাঁর সাফল্য খুব অল্প কিছুর উপরই নির্ভরশীল (এবং সেটি হলো) ব্যাংকের অনুপাত তথা রেশিওর চাইতে মানুষের মূল্য যে বেশি সেটি দেখানোর ক্ষমতা।" (১৬ অক্টোবর, ১৯৯৭)।

চাটগাঁর ২০ নম্বর বকশিরহাটের এক ধনীর দুলাল - বালাম চালের ভাত, কচু শাক আর কাঁচাগোল্লা যাঁর প্রিয় খাদ্য (পৃঃ ১২২, ১২৪, ১৬৮) - সততা ও স্বচ্ছতা দিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যিনি অনলস পরিশ্রম করে চলেছেন এবং রচনা করেছেন তার মহান দলিল, তাঁকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করি।

মে ৩১, ১৯৯৮

ইউনূস সুভাষিত

দেশে-বিদেশে নতুন নতুন কথা শুনিয়ে ডঃ ইউনূস বিশ্ববাসীকে ও আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছেন বিগত বছরগুলোতে। অল্প কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে সংকলিত হলো :

যা নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি, শুধু মাত্র তা-ই আমরা অর্জন করতে পারি। অর্জনের আগে স্বপ্ন দেখাটা জরুরি শর্ত। দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী সৃষ্টি করা যে কোনও অলীক স্বপ্ন নয় সেটা গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিন প্রমাণ পেয়েছি। সামান্য পুঁজি হাতে পেয়ে গরিব মহিলা কীভাবে নিজেকে বিকশিত করতে থাকে সেটা দেখে যাচ্ছি অবিরামভাবে। এতে আমার বিশ্বাস কেবল দৃঢ়তরই হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিশ্বাসে কখনও ফাটল ধরার কোনও অবকাশ ঘটেনি।

(*দেশ*, কলকাতা, ২ নভেম্বর, ২০০৬, পৃষ্ঠা : ৬)।

...

আমি বিশ্বকে দেখাতে এবং বোঝাতে চাই যে দারিদ্র্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা কারু বিধিলিপিও নয়।

(ফরাশি থেকে অনুবাদ, ১৯৯৭)।

...

গ্রামীণ ব্যাংকের আওতায় আমার যে অভিজ্ঞতা তা আমাকে সৃষ্টিধর্মিতায় এক দুর্মর বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

...

২০৫০ সালের মধ্যে আমি চাই যে বিশ্ব দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসুক। এই গ্রহে আর একজন মানুষও যেন গরীব বলে অভিহিত না হয়। দারিদ্র্য শব্দটির যেন ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো তাৎপর্য না থাকে। দারিদ্র্য তখন যাদুঘরের বস্তু হয়ে থাকবে। সভ্যজগতে তার কোনো স্থান থাকবে না।

...

গরিবী হঠানোর উপায় হচ্ছে কাজ। ভিক্ষা কোনো সমাধান আনবে না। ওতে দারিদ্র্য ছড়ায়। সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিই সত্যকার সমাধান।

...

বাংলাদেশের যুবক-যুবতীরা সাধারণভাবে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। ছাত্ররা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা ছিলেন প্রথম সারিতে, জাতীয় কর্তব্য সাধনের জন্য তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে আত্মদানে সম্মত।

...

বাংলাদেশে যে সম্পদ রয়েছে তাতে গরীবের গরীব থাকার কথা নয়। সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারই হয়েছে সমস্যা।

...

জীবন আমাদের নিয়ে চলে রহস্যময় পথে। আমাদের শক্তির বাইরে সম্পূর্ণ আকর্ষণীয় অবস্থানে পৌঁছে দেয়।

(আত্মজীবনী, ১৯৯৭)

...

আমরা কি প্রযুক্তির পিঠে সওয়ার হবো, নাকি প্রযুক্তির তলানি কুড়াবো?

(মে, ১৯৯৮)

...

... বিশ্বব্যাপী যে দারিদ্র্য সেটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা এবং আমরা ইচ্ছে করলেই এই পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারি। আমরা চাইলেই মানুষকে দারিদ্র্য থেকে তুলে আনতে পারি। আমাদের কেবল যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের প্রতিষ্ঠান এবং রীতি-নীতিগুলোকে নতুন করে সাজানো। তাহলে একজন অভাবী মানুষও আর দুনিয়ায় থাকবে না।

নোবেল ফাউন্ডেশনকে প্রদত্ত দূরালাপনী - সাক্ষাৎকার, ১৩ই অক্টোবর, ২০০৬, (*প্রথম আলো*- "ছুটির দিনে", ৪ নভেম্বর, ২০০৬, পৃষ্ঠা : ৭)।

...

দারিদ্র্য শান্তির জন্য হুমকি। বিশ্বব্যাপী আয়ের বন্টনের ছবি থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে। বিশ্বের মোট আয়ের ৯৪ শতাংশ যায় বিশ্বের মাত্র শতকরা ৪০ জনের পকেটে। বাকি শতকরা ৬০ জন বিশ্ব আয়ের মাত্র ৬ শতাংশ দিয়ে জীবন নির্বাহ করে। বিশ্ব জনসমষ্টির অর্ধেকের দৈনিক গড় আয় ২ ডলার। আর প্রায় ১০০ কোটির মতো লোকের দৈনিক

আয় ১ ডলারেরও কম। এটি আর যাই হোক শান্তির জন্য কোন ফর্মূলা হতে পারে না। নতুন সহস্রাব্দের সুচনা হয়েছে বিশ্বপর্যায়ে নতুন মহত্তম স্বপ্ন নিয়ে। ...

...

আমি বিশ্বাস করি, অস্ত্রের পেছনে অর্থ অপব্যয়ের চেয়ে গরিব মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে সম্পদ নিয়োগ করাই অধিকতর উন্নত নীতিকৌশল।

...

আমরা গড়ে তুলছি সম্পূর্ণ এক নতুন প্রজন্মের নাগরিক যারা তাদের পরিবারকে দারিদ্র্যের নাগাল থেকে দূরে সরানোর মতো যোগ্যতার অধিকারী হবে। আমরা দারিদ্র্যের ঐতিহাসিক নিরবচ্ছিন্নতা ভাঙতে চাই।

(নোবেল বক্তৃতা, *দিনকাল*, ১০ই ডিসেম্বর, ২০০৬)

...

আমি চাই দেশের রাজনীতিবিদদের (মধ্যে) শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

...

যে-কোন মূল্যে (আমাদের) গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

(*ইত্তেফাক*, ১২ই ডিসেম্বর, ২০০৬)।

...

... আমাদেরকে এমন একটি নির্বাচন করতে হবে যাতে সবাই একসঙ্গে বলতে পারি যে, নির্বাচন সঠিক হয়েছে।

...

আমরা যে আমাদের মাটিকে ভালবাসি এই শক্তিকে যেভাবেই হোক কাজে লাগাতে হবে।

...

... নিজেদের ঐতিহ্যকে জানা এবং একই সঙ্গে সেগুলো এগিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ (করতে হবে) ...

(*ইত্তেফাক*, ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৬)

...

চট্টগ্রাম বন্দরকে কার্যোপযোগী করে গড়ে তুলে এখানে একটি সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মহাবন্দর (মেগাপোর্ট) তৈরি করা গেলেই এদেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

(*ইত্তেফাক*, ১লা ডিসেম্বর, ২০০৬)

... মানুষ শুধু টাকা উপার্জনের জন্য ব্যবসা করবে না, করতে পারে মানুষের মঙ্গলের জন্যও। মানুষ চিন্তা করবে তার ব্যবসার মাধ্যমে কতোজন মানুষের মঙ্গল সাধন হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসাকেই আমি সামাজিক ব্যবসা বলছি। এরকম ব্যবসা বহু ক্ষেত্রে হতে পারে। সামাজিকভাবে গরিব মানুষের মালিকানাধীন মহাবন্দর ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি এ বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

...

আমাদেরকে সেয়ানা হতে হবে। বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিতে হবে আবার তাদের ওপর মাতব্বরিও করতে হবে। অন্যান্য দেশ যদি পারে তবে আমরা পারবো না কেন? আমি দুর্ঘটনায় পড়বো বলে যদি রাস্তায় না নামি – তাহলে তো কোনো কাজই করা সম্ভব নয়। আমরা এতো অসহায় হবো কেন?

(*সাপ্তাহিক ২০০০*, ৯ম বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃষ্ঠা : ২৩-২৪)

...

আমরা কাউকে জোর করে ক্ষুদ্র ঋণের মধ্যে আনিনি। যারা স্বেচ্ছায় এ কার্যক্রমের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে তারাই সফল হয়েছে।

(*ঐ*, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮)

ডঃ ইউনূসের আত্মজীবনী

মূলত মুহাম্মদ ইউনূস রচিত Vers un monde sans pauvreté শীর্ষক গ্রন্থপাঠের ফলে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ফরাশি প্রকাশকের তাগাদায় আত্মজীবনীটি রচিত। লেখক পেয়েছিলেন এক তরুণ লেখক-সাহিত্যিকের সহযোগিতা। অ্যালেন জলিস। আমরা জেনেছিলাম তিনি ফরাশি। পরে জানলাম তিনি মার্কিনী এবং সম্প্রতি প্রয়াত। ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। বইটি প্রকাশের পর যা ঘটেছে তা আমরা "ফরাশি আত্মজীবনীর আলোকে" অধ্যায়ে বলেছি। সংক্ষেপে বলা যায়, বইটি বিশ্বব্যাপী উপযুক্তভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং বর্তমানে অন্ততঃ ১৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ডাচ, ইংরেজি (মার্কিন, ব্রিটিশ ও দক্ষিণ এশিয় সংস্করণে) জার্মান, ইতালীয়ান, জাপানী, পর্তুগীজ, হিস্পানী, তুর্কী, গুজরাতি, চীনা, আরবী, কোরিয়ান এবং বাংলা (বাংলাদেশী ও ভারতীয় সংস্করণে) প্রকাশিত হয়েছে। অধিকতর তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, *Overcoming Poverty* by H. I. Latifee; Grameen Trust, Dhaka, 2006

পরিশিষ্ট

১৯৯৭-২০০৭

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের আত্মজীবনী ফরাশি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন থেকে সাম্প্রতিকাল অবধি তাঁর কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১৯৯৭ – পল্লী ফোন কার্যক্রম। বর্তমানে আড়াই লাখ ফোন-লেডি।
– গ্রামীণ শক্তি
– গ্রামীণ শিক্ষা
– গ্রামীণ কম্যুনিকেশন
– গ্রামীণ নীটওয়্যার

১৯৯৮ – গ্রামীন সিকিউরিটি
– ১৪ই জুলাই সাভারে গণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উদ্বোধনী সভায় যোগদান এবং বর্তমান লেখকের সঙ্গে এখন অবধি শেষ সাক্ষাৎ।

২০০৬ – ১৩ই অক্টোবর অসলো থেকে খবর এল : ডঃ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংককে যৌথভাবে নোবেল পীস প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। এরপর ঘটেছে দেশে-বিদেশে তাঁর অসংখ্য সংম্বর্ধনা, কয়েকটি দেশ ভ্রমণ ও নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ।
– ১৭ই অক্টোবর সিউলে কোরিয়ান শান্তি পুরস্কার গ্রহণ; চীন, জাপান, হংকং-এ বহু সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান।
– ১০ই ডিসেম্বর অসলোতে নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ ও ভাষণ দান।
– গ্রামীণ-দানন (ডেনন ফুড) বলবর্ধক দধি নির্মাণের কারখানা স্থাপন। বগুড়ায়। দরিদ্র শিশুদের জন্য বিশেষ উপকারী হবে বলে জানা যায়।

২০০৭ – কলকাতায় বই মেলা উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রিত।
– কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাদাম সোনিয়া গান্ধী কর্তৃক আয়োজিত ২৯ ও ৩০শে জানুয়ারি দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শতবার্ষিকী সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ।
– মুম্বাইতে গ্রামীণ ট্রাস্ট অব ইনডিয়া প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান।
– বাহরাইনে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রিত।

[সময়াভাবে যথাযথ তথ্য আহরণ সম্ভব হয়নি। সেজন্য আমরা এতদসঙ্গে গ্রামীণ ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্ত প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বায়ো-ডাটা সংযুক্ত করে দিলাম।]

Bio-Data of
Professor Muhammad Yunus
Managing Director, Grameen Bank
Dhaka, Bangladesh

November, 2006

Name	:	**PROFESSOR MUHAMMAD YUNUS**
Present Address	:	Managing Director Grameen Bank, MirpurTwo, Dhaka 1216, Bangladesh Phone no : 880-2-801-1138 Fax : 880-2-801-3559 E-mail : yunus@grameen.net Website : www.grameen.com
Date of Birth	:	June 28,1940
Marital Status	:	Married
Nationality	:	Bangladeshi
Education	:	Ph.D in Economics, Vanderbilt University, U.S.A (1970).

Scholarships/Fellowships

1. Awarded Fulbright Fellowship to study in the U.S.A. for 1965-66.
2. Awarded Vanderbilt University research and teaching fellowships during 1966-69.
3. Awarded Eisenhour Exchange Fellowship for 1984.
4. Senior Fellow, The Institute of Mediterranean Studies, Universita della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland (2000 -).

Professional Experiences

1962-65	:	Lecturer of Economics, Chittagong College, Bangladesh.
1969-72	:	Assistant Professor of Economics, MTSU, Tennessee, USA.
1972 (July-Sept)	:	Deputy Chief, General Economics Division, Planning Commission, Government of Bangladesh.
1972-75	:	Associate Professor of Economics and Head of the Department of Economics, Chittagong University, Bangladesh.

1975-1989	:	Professor of Economics, Chittagong University and Director, Rural Economics Programme, Chittagong, Bangladesh.
1976 -1983	:	Project Director, Grameen Bank Project, Bangladesh. 1983 - to-date : Managing Director, rameen Bank, Bangladesh.
April, 1996- June, 1996	:	Cabinet Minister (Advisor) in the Caretaker Government of Bangladesh.

Membership of Committees and Commissions (National)

1) Was member, National Committee on Population Policy set up by the President of Bangladesh, in 1981.
2) Was member, Land Reform Committee, set up by Chief Martial Law Administrator, headed by the Minister of Agriculture, in 1982.
3) Member, Education Commission (1987-88), Government of Bangladesh.
4) Member, Presidential Committee on Health Education and Service (1987-88).
5) Appointed as the Chairman of the Socio-economic Committee of the National Disaster Prevention Council set up by the President of Bangladesh (1989-90).
6) Member of the National Debt Settlement Board headed by the President of Bangladesh (1989-90).
7) Member of the Task Force for reviewing the operation of the Nationalised Commercial Banks(1989).
8) Appointed as the Convenor of the Task Force on Self-Reliance set up by the Planning Advisor(1991).
9) Member of the National ICT Task Force Committee, Ministry of Planning, Bangladesh (2002).

Membership of Committees and Commissions (International)

1) Appointed by the Secretary General of the United Nations as a **member of the International Advisory Group for the Fourth World Conference on Women in Beijing,** China (1993-1995).
2) Appointed as a **member of the Global Commission on Women's Health** for the period 1993-1995 by the Director General, **World Health Organisation, Geneva,** Switzerland.

3) Appointed as **member of Advisory Council for Sustainable Economic Development, World Bank,** Washington D.C., USA (1993-to-date).

4) Appointed as **member of the UN Expert Group on Women and Finance : Transforming Enterprise and Finance Systems, UNIFEM,** Washington DC, USA(1993-to-date).

5) **Chairman of the Policy Advisory Group for the CGAP (Consultative Group to Assist the Poorest), World Bank,** Washington D.C., U.S.A. (1995 - 2000).

6) **Member of the Council of Patrons of Friends of the Earth International, Amsterdam, Netherlands** to support it in its continued campaigns to protect the environment (1996).

7) **Member of the Advisory Committee, Asian Ecotechnology Network.**

8) **Co-Chairman, State of the World Forum,** San Francisco, U.S.A. (1996 -).

9) **Co-Chairman, Council of Practitioners, Micro-Credit Summit,** U.S.A. (1997

10) **Member of the Scientific Advisory Committee, Center of Arab Women For Training And Research (CAWTAR),** Tunisia (1997 -).

11) **Member of the Advisory Group, Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA),** Sweden (1997 -).

12) **Honourary Member, Club of Budapest,** London, U.K. (1997 -).

13) **Member of the Advisory Group, Council of Women World Leaders, Kennedy Schools of Government Harvard University,** U.S.A. (1997 -).

14) **Member of the Advisory Committee, 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment initiative, IFPRI,** U.S.A. (1998 -).

15) **Member of the Advisory Committee, INTERNEWS,** Arcata, San Francisco, U.S.A. (1999-).

16) **Member of the International Consultative Committee, International Forum, Mujeres & Hombres,** Lima, Peru (1999 -).

17) **Member, AGFUND Prize Committee, AGFUND,** Kingdom of Saudi Arabia (1999 -).

18) **Member, Hilton Humanitarian Prize Jury Committee, Conrad N. Hilton Foundation,** U.S.A. (1999 -).

19) **Member of the Presiding Council of the Prevention Consortium** (a global partnership to address the increasing vulnerability of developing countries to the risk of natural and technological catastrophes), World Bank, Washington DC, U.S.A. (2000 - to-date)

20) **Member of the High Council of International Exhibitions, International Bureau of Expositions,** Paris, France (2000 -).

21) **Member of the High-Level Advisory Group on Information and Communication Technologies (ICT), United Nations,** New York, U.S.A. (2000 -).

22) **Member, Advisory Committee, Queen Sofia Chamber Orchestra (Orquestra de Camara Reina Sofia),** Madrid, Spain (2001 -).

23) **Member, Global Steering Committee for the Fish for All Initiative, ICLARM,** Malaysia (2002 -).

24) **Member, International Jury Committee of the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development, Indira Gandhi Memorial Trust,** India (2002 - 2004).

25) **Co-Chairman, Ambassadors' Council, Freedom from Hunger,** U.S.A. (2003 - todate).

Member, Board of Advisors (International)

1) **Calmeadow Foundation,** 4 Kind Street West, Suite 300, Toronto, Ontario M5H 1B6, Canada.

2) **The Synergose Institute,** 100 East 85th Street, New York, NY10028 U.S.A.

3) **Living Economics,** 42 Warriner Gardens, London SW11 4DU, U.K.

4) **International Council for Freedom From Hunger, U.S.A.**

5) **International Council, Ashoka Foundation,** Washington DC, USA.

6) **Advisory Council, Women for Women of Bosnia,** Washington DC, USA.

7) **Advisory Board, The Center For Visionary Leadership,** Washington D.C., U.S.A.

8) **International Advisory Board, Council on Foreign Relations,** New York, U.S.A.

9) **International Advisory Board, Foundation for the Research of Societal Problems** Ankara, Turkey.

10) **Advisory Board, Credit for All, Inc.** Denver, U.S.A

11) **Advisory Board, The Gleitsman Foundation International Activist Award,** California, U.S.A.

12) **International Council, Asia Society,** New York, U.S.A.

13) **International Advisory Panel, UNESCO,** Paris, France.

14) **International Advisory Board, The Center For Visionary Leadership,** Washington D.C. U.S.A.

15) **International Council on the Future, UNESCO,** Paris, France.

16) **Global Advisory Board, EARTH ONE** (a radio service for the world community) Borehamwood, United Kingdom.

17) **Global Public Goods Advisory Board, Office of Development Studies,** UNDP, New York, U.S.A..

18) **Advisory Board, Information Technologies and International Development, MIT Media Laboratory,** Cambridge, U.S.A.

19) **Advisory Board, Foundation for Entrepreneurship,** Germany.

20) **Advisory Panel, ESCAP/UNDP Joint Initiative in Supporting the Achievement of Millennium Development Goals in Asia and the Pacific Region,** Thailand.

21) **Founder Member, The Global Academy for Social Entrepreneurship, Ashoka,** U.S.A.

22) **Advisory Board, Prague Institute for Global Urban Development,** Czechoslovakia.

23) **Honorary Advisory Council, Alliance for the New Humanity (ANH),** U.S.A.

24) **Advisory Council for the new Templeton Freedom Awards, Atlas Economic Research Foundation,** U.S.A.

25) **Advisory Board, Holcim Foundation, Zurich,** Switzerland.

26) **Advisory Board, Mahatma Gandhi Center for Global Nonviolence, Virginia,U.S.A.**

Member. Board of Directors (National)

1) 1976 – 83 : Founder and Project Director, **Grameen Bank Project.**

2) 1983-to-date : Founder and Managing Director, Grameen Bank, Dhaka.

3) 1991-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Krishi (Agriculture) Foundation,** Rangpur.

4) 1990 - to-date : Founder and Executive Trustee, **Grameen Trust,** Dhaka.

5) 1990-to-date : Designer and member of Governing Body, **Polli Karma Sahayak Foundation (PKSF), Dhaka.**

6) 1979-to-date : Member, Board of Directors, **Centre for Mass Education for Science,** Dhaka.

7) 1994-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Fund** (a Social Venture Capital Fund), Dhaka.

8) 1994-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Motsho (Fisheries) o PasuSampad (Livestock) Foundation,** Dhaka.

9) 1994-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Uddog,** a non-stock, non-profit organisation dedicated to promote the interest of the handloom-weavers of Bangladesh.

10) 1995-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Telecom,** a cellular telephone company to provide nationwide telephone service. It will provide telephone service in the rural areas of Bangladesh primarily through the poor women in rural areas.

11) 1995-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Shamogree** (Products), Dhaka.

12) 1995-to-date : Founder and Chairman, **Gona Shyastha Grameen Textile Mills Ltd., Dhaka.**

14) 1996-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Communications,** Dhaka

15) 1996-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Kallyan** (well-being), Dhaka.

16) 1996-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Shakti** (energy), Dhaka.

17) 1996-to-date : Founder and Chairman, **Yunus Foundation,** Dhaka.

18) 1996-to-date : Member, **Advisory Council of the Bangladesh Legal Aid and Services Trust,** Dhaka.

19) 1997-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Shikkha (Education),** Dhaka.

20) 1997-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Knitwear Ltd.,** Dhaka

21) 1998-to-date : Founder and Chairman, **Grameen Capital Management** Ltd, Dhaka.

22) 1999 - to-date : Founder and Chairman, **Grameen Software Ltd,** Dhaka.

23) 2000 - to-date : Founder and Chairman, **Grameen IT Park Ltd, Dhaka.**

24) 2002 - to-date : Founder and Chairman, **Grameen Star Education Ltd,** Dhaka.

25) 2002 - to-date : Founder and Chairman, **Grameen Information Highways** Ltd, Dhaka.

Member. Board of Directors (International)

1) 1987-1997 : **Board of Directors, RESULTS, A Citizen's Lobby,** Washington DC, U.S.A.

2) 1987-1995 : **Board of Trustees, Amanah Ikhtiar Malaysia,** Kuala Lumpur, Malaysia (A Grameen Replication Project in Malaysia.)

3) 1989-1994 : **Board of Trustees of the International Rice Research Institute (IRRI),** Philippines.

4) 1990-to-date : **Chief Patron, Credit and Savings for Hardcore Poor, (CASHPOR),** Kuala Lumpur, Malaysia.

5) 1990-1992 : **Steering Committee, The Aga Khan Award for Architecture,** Geneva, Switzerland.

6) 1992-2002 : **Board of Directors, Calvert World Values Fund,** Washington DC, USA.

7) 1993-1999 : **Board of Directors, Foundation for International Community Assistance (FINCA),** U.S.A.

8) 1995 - to-date : **International Crisis Group,** Washington D.C., U.S.A.

9) 1996-to-date : **Patron, United Kingdom Social Investment Forum,** London,U.K.

10) 1998-to-date : **Board of Directors, United Nations Foundation,** Washington, U.S.A.

11) 2000-to-date : **Founding Patron, C21 : Tomorrow's Leaders for a Safer Planet, Oxford Research Group,** Oxford, United Kingdom.

12) 2001-to-date : **Board of Directors, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship,** Cologny, Switzerland.

13) 2002 - to-date : **Board of Director, ManyOne Foundation,** Canada.

Awards

1. **BANGLADESH : President's Award : 1978**

   Originator of the concept of Three-share Farming (Tebhaga Khamar) as a joint farming operation. Organised Nabaiug Tebhaqa Khamar in Jobra, Chittagong in 1975, around a deep tubewell which was lying unused because of management problems. Government of Bangladesh adopted the concept and introduced it in the country under the name of "Packaged Input Programme" (PIP) in 1977. Nabaiug Tebhaqa Khamar was awarded President's Award in 1978 for introducing an innovative organisation in agriculture.

2. **PHILIPPINES : Ramon Maqsavsav Award : 1984**

   Awarded Ramon Magsaysay Award in the Field of "Community Leadership" in 1984 for "Enabling the neediest rural men and women to make themselves productive with sound group-managed credit."

3. **BANGLADESH : Central Bank Award : 1985**

   Awarded the Bangladesh Bank Award - 1985 in recognition of the contribution in devising a new banking mechanism to extend credit to the rural landless population, thereby creating self-employment and socio-economic development for them.

4. **BANGLADESH : Independence Day award : 1987**

   Awarded the Independence Day Award, 1987, by the President for the outstanding contribution in rural development. This is the highest civilian national award of Bangladesh.

5. **SWITZERLAND : Aqa Khan Award For Architecture : 1989**

   Awarded Aga Khan Award For Architecture, 1989 by Geneva-based Aga Khan Foundation for designing and operating Grameen Bank Housing Programme for the poor, which helped poor members of Grameen Bank to construct 60,000 housing units by 1989, each costing on an average $ 300.

6. **U.S.A.: Humanitarian Award : 1993**

   Awarded 1993 Humanitarian Award by the CARE, U.S.A. in recognition of role in providing a uniquely pragmatic and effective method of empowering poor women and men to embark on income generating activities.

7. **SRILANKA : Mohamed Shabdeen Award for Science (Socio-Economic) 1993**

   Awarded Mohamed Sahabdeen Award for Science (Socio-Economic) in 1993.

8. **BANGLADESH : Rear Admiral M. A. Khan Memorial Gold-Medal Award : 1993**

   Awarded Rear Admiral Mahbub Ali Khan Memorial Gold-Medal Award in 1993.

9. **U.S.A.: World Food Prize : 1994**

   Awarded 1994 World Food Prize by World Food Prize Foundation, U.S.A. in recognition of the lifetime achievements of an economist who created a bank loan system that has given millions of people access to adequate food and nutrition for the first time in their lives.

10. **U.S.A.: Pfeffer Peace Prize : 1994**

    Awarded 1994 Pfeffer Peace Prize by the Fellowship of Reconciliation, U.S.A. for his vision of non-collateral lending through the Grameen Bank and the courage of persevere in the concept that credit is a human right.

11. **BANGLADESH : Dr. Mohammad Ibrahim Memorial Gold-Medal Award : 1994**

    Awarded Dr. Mohammad Ibrahim Memorial Gold-Medal Award in 1994.

12. **SWITZERLAND : Max Schmidheinv Foundation Freedom Prize : 1995**

    Awarded Max Schmidheiny Foundation Freedom Prize in 1995.

13. **BANGLADESH : RCMD Award : 1995**

    Awarded Rotary Club of Metropolitan Dhaka Foundation Award in 1995.

14. **VENEZUELA & UNESCO : International Simon Bolivar Prize : 1996**

    Awarded International Simon Bolivar Prize in 1996.

15. **U.S.A.: "Distinguished Alumnus Award" of Vanderbilt University : 1996**

    Awarded "Distinguished Alumnus Award" of Vanderbilt University in 1996.

16. **U.S.A.: International Activist Award : 1997**

    Awarded International Activist Award Gleitsman Foundation, U.S.A., in 1997.

17. **GERMANY : Planetary Consciousness Business Innovation Prize : 1997**

    Awarded "Planetary Consciousness Business Innovation Prize" by the club of Budapest in 1997.

18. **NORWAY : Help for self-help Prize : 1997**

    Awarded "Help for self-help Prize" by the Stromme Foundation in 1997.

19. **ITALY : Man for Peace Award : 1997**

    Awarded "Man for Peace Award" by the Together For Peace Foundation in 1997.

20. **U.S.A.: State of the World Forum Award : 1997**

    Awarded "State of the World Forum Award" by the State of the World Forum, San Francisco in 1997.

21. **U.K.: One World Broadcasting Trust Media Awards : 1998**

    Awarded "One World Broadcasting Trust Special Award" by the One World Broadcasting Trust in 1998.

22. **SPAIN : The Prince of Austurias Award for Concord : 1998**

    Awarded "The Prince of Austurias Award for Concord" by The Prince of Austurias Foundation in 1998.

23. **AUSTRALIA : Sydney Peace Prize : 1998**

    Awarded "Sydney Peace Prize" by the Sydney Peace Foundation in 1998.

24. **JAPAN : Ozaki (Gakudo) Award : 1998**

Awarded "Ozaki (Gakudo) Award" by the Ozaki Yukio Memorial Foundation in 1998.

25. **INDIA : Indira Gandhi Prize : 1998**

Awarded "Indira Gandhi Prize" for Peace, Disarmament and Development by the Indira Gandhi Memorial Trust in 1998.

26. **FRANCE : Juste of the Year Award : 1998**

Awarded "Juste of the Year" by the Les Justes D'or in 1998.

27. **U.S.A.: Rotary Award for World Understanding 1999**

Awarded "Rotary Award for World Understanding" by the Rotary International in1999.

28. **ITALY : Golden Pegasus Award : 1999**

Awarded "Golden Pegasus Award" by the TUSCAN Regional Government in 1999.

29. **ITALY : Roma Award for Peace and Humanitarian Action : 1999**

Awarded "Roma Award for Peace and Humanitarian Action" by the Municipality of Rome in 1999.

30. **INDIA : Rathindra Puraskar : 1998**

Awarded "Rathindra Puraskar for 1998" by the Visva-Bharati in 1999.

31. **SWITZERLAND : OMEGA Awerd of Excellence for lifetime Achievement , 2000**

Awarded "OMEGA Award of Excellence for Lifetime Achievement" in 2000.

32. **ITALY : Award of the Medal of the Presidency of the Italian Senate : 2000**

Awarded "The Medal of the Presidency of the Italian Senate" in 2000.

33. **JORDAN : King Hussein Humanitarian Leadership Award : 2000**

Awarded "King Hussein Humanitarian Leadership Award" by the King Hussein Foundation in 2000.

34. **BANGLADESH : "IDEB Gold Medal" Award : 2000**

Awarded IDEB Gold Medal Award by the Institute of Diploma Engineers in 2000.

35. **ITALY : "Artusi" Prize : 2001**

Awarded "Artusi" prize by Comune di Forlimpopoli in 2001.

36. **JAPAN : Grand Prize of the Fukuoka Asian Culture Prize : 2001**

Awarded "Grand Prize of the Fukuoka Asian Culture Prize " by the Fukuoka Asian Culture Prize Committee in 2001.

37. **VIETNAM : Ho Chi Minh Award : 2001**

Awarded "Ho Chi Minh Award" by the Ho Chi Minh City Peoples' Committee in 2001.

38. **SPAIN : International Cooperation Prize Caia de Granada : 2001**

Awarded "International Cooperation Prize Caja de Granada" Caja de Ahorros de Granada in 2001.

39. **SPAIN : "NAVARRA" International Aid Award : 2001**

"NAVARRA" International Aid Award by the Autonomous Government of Navarra together with Caja Laboral (Savings Bank) in 2001.

40. **U.S.A : Mahatma Gandhi Award : 2002**

Awarded "Mahatma Gandhi Award" by the M.K Gandhi Institute for Nonviolence, in 2002.

41. **U.K.: World Technology Network Award 2003**

Awarded "World Technology Network Award 2003" for Finance by the World Technology Network in 2003.

42. **SWEDEN : Volvo Environment Prize 2003**

Awarded "Volvo Environment Prize 2003" by the Volvo Environment Prize Foundation in 2003.

43. **COLOMBIA : National Merit Order Award**

Awarded "National Merit Order" by the Honorable President of the Republic of Colombia in 2003.

44. **FRANCE : The Medal of the Painter Oswaldo Guayasamin Award**

Awarded "The Medal of the Painter Oswaldo Guayasamin" by the UNESCO in 2003.

45. **SPAIN : Telecinco Award : 2004**

Awarded "Telecinco Award for Better Path Towards Solidarity" by the Spanish TV Netwark - Channel 5 in 2004.

46. **ITALY : City of Orvieto Award : 2004**

Awarded "City of Orvieto Award" by the Municipality of Orvieto in 2004.

47. **U.S.A : The Economist Innovation Award : 2004**

Awarded "The Economist Award for Social and Economic Innovation" by The Economist in 2004.

48. **U.S.A.: World Affaris Council Award : 2004**

Awarded "World Affairs Council Award for Extra-ordinary Contribution to Social Change" by the World Affairs Council of Northern California in 2004.

49. **U.S.A.: Leadership in Social Entrepreneurship Award**

Awarded "Leadership in Social Entrepreneurship Award" by Fuqua School of Business of Duke University, U.S.A. in 2004.

50. **ITALY : Premio Galileo 2000 - Special Prize for Peace : 2004**

Awarded "Premio Galileo 2000 - Special Prize for Peace" by Ina Assitalia Fireuze in 2004.

51. **JAPAN : Nikkei Asia Prize : 2004**

Awarded "Nikkei Asia Prize for Regional Growth" by the Nihon Keizai Shimbun, Inc. (Nikkei) in 2004.

52. **SPAIN : Golden Cross of the Civil Order of the Social Solidarity : 2005**

Awarded "Golden Cross of the Civil Order of the Social Solidarity" by the Spanish Ministry of Labour and Social Affairs in May, 2005.

53. **U.S.A. : Freedom Award : 2005**

Awarded "Freedom Award" by the America's Freedom Foundation, Provo, Utah, U.S.A. in July, 2005.

54. **BANGLADESH : Bangladesh Computer Society Gold Medal : 2005**

Awarded "Bangladesh Computer Society Gold Medal" by the Bangladesh Computer Society, Bangladesh in July, 2005.

55. **Italy : Prize Il Ponte : 2005**

Awarded " Prize Il Ponte " by the Fondazione Europea Guido Venosta, Italy in November, 2005.

56. **Spain : Foundation of Justice : 2005**

Awarded "Foundation of Justice 2005" by the Foundation of Justice, Valencia, Spain in January, 2006.

57. **U.S.A : Harvard University. Neustadt Award : 2006**

Awarded "Neustadt Award" by Kennedy School of Government, Harvard University, U.S.A. in May, 2006.

58. **U.S.A : Global Citizen of the Year Award: 2006**

Awarded "Global Citizen of the Year Award" by Patel Foundation for Global understanding, Tampa, Florida, U.S.A in May, 2006.

59. **Netherlands : Franklin D. Roosevelt Freedom Award: 2006**

Awarded "Franklin D. Roosevelt Freedom Award" by Roosevelt Institute, Middleburg, Province of New Zeeland, The Netherlands in May, 2006.

60. **Switzerland : ITU World Information Society Award: 2006**

Awarded "ITU World Information Society Award" by International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland in May, 2006.

61. **Korea : Seoul Peace Prize : 2006**

Awarded "Seoul Peace Prize 2006" by Seoul Peace Prize Cultural Foundation, Seoul, Korea in October, 2006.

62. **Spain : Convivencia (Good Fellowship) of Ceuta Award : 2006**

Awarded "Convivencia (Good Fellowship) of Ceuta 2006" by Fundacion Premio Convivencia, Ceuta, Spain in October, 2006.

63. **Norway : Nobel Peace Prize : 2006**

Awarded "Nobel Peace Prize 2006" in October, 2006.

Honorary Degrees Received by Professor Muhammad Yunus

1. **U.K :** Awarded the Degree of Doctor of Letters, honoris causa, by the University of East Anglia, U.K., in 1992.
2. **U.S.A :** Awarded the Degree of Doctor of Humanities by the Oberlin College, U.S.A. in 1993.
3. **CANADA :** Awarded the degree of Doctor of Law, honoris causa, by the University of Toronto, Canada in 1995.
4. **U.S.A :** Awarded the degree of Doctor of Law by the Haverford College, U.S.A. in May, 1996.
5. **U.K :** Awarded the degree of Doctor of Law by the Warwick University, U.K. in July, 1996.
6. **U.S.A :** Awarded the degree of Doctor of Public Service by the Saint Xaviers University, U.S.A. in May, 1997.
7. **U.S.A :** Awarded the degree of Doctor of Civil Law, Honoris Causa by the University of the South, U.S.A. in January, 1998.
8. **BELGIUM :** Awarded the degree of Doctor Honoris Cause by the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium in February, 1998.

9. **U.S.A** : Awarded the degree of Doctor of Social Science, honoris causa by the Yale University, U.S.A. in May, 1998.
10. **U.S.A** : Awarded the degree of Doctor of Humane Letters, honoris causa by the Brigham Young University, U.S.A. in August, 1998.
11. **AUSTRALIA** : Awarded the honorary degree of Doctor of Science in Economics by the University of Sydney, Australia in November, 1998.
12. **AUSTRALIA** : Awarded the honorary degree of Doctor of the University by the Queensland University of Technology, Brisbane, Australia in February, 2000.
13. **ITALY** : Awarded the honorary degree of Doctor in Economics and Business (Laurea Honoris Causa) by the University of Turin, Turin, Italy in October, 2000.
14. **U.S.A** : Awarded the degree of Humane Letters, Honoris Causa by the Colgate University, Hamilton, U.S.A. in May 2002.
15. **BELGIUM** : Awarded the degree of Doctor Honoris Causa by the University Catholique of Louvain in February, 2003.
16. **ARGENTINA** : Awarded the degree of Doctor Honoris Causa by the Universitad Nacional De Cuyo in April, 2003.
17. **SOUTH AFRICA** : Awarded the degree of Doctor of Economics, honoris Causa by the University of Natal in December 2003.
18. **INDIA** : Awarded the Degree of Doctor of Science, Honoris Causa by the Bidhan Chandra Krishi Viswayvidyalaya, India in February, 2004.
19. **THAILAND** : Awarded the degree of Doctor of Technology, Honoris Causa by the Asian Institute of Technology in August, 2004.
20. **ITALY** : Awarded the degree of Doctor in Business Economics, Honoris Causa by the University of Florence in September, 2004.
21. **ITALY** : Awarded the honorary degree of Doctor in Pedagogyst by the University of Bologna in October, 2004.
22. **SPAIN** : Awarded the degree of Doctor Honoris Causa by the Universidad Complutense, Madrid in October, 2004.
23. **SOUTH AFRICA** : Awarded the Honorary Doctorate Degree in Economics by the University of Venda, South Africa in May, 2006.
24. **LEBANON** : Awarded the Doctor of Humane Letters by the American University of Beirut, Lebanon in June, 2006.
25. **SPAIN** : Awarded the Doctor of Honoris Causa by the University of Alicante in Valencia, Spain in June,,2006.

26. **SPAIN** :: Awarded the Doctor of Honoris Causa by the University of Valencia, in Valencia, Spain in June, 2006.
27. **SPAIN** : Awarded the Doctor of Honoris Causa by the University of Jaume I in Valencia, Spain in June, 2006.

Special Honour

1. **PHILIPPINES** : Legislature of Negros Occidental, a province of the Philippines, passed a resolution awarding the status of **"Adopted Son of Negros Occidental"** for the contribution made to the poorest of the poor of the province, in 1992.
2. **BANGLADESH** : Chosen by The Daily Star, a daily newspaper of Bangladesh, as the **"Man of the Year 1994".**
3. **U.S.A. : Was Chosen as the" Person of the Week"**

   Professor Muhammad Yunus was chosen as the **"Person of the Week"** by American TV ABC's World News Tonight with Peter Jennings on September 15, 1995 at the conclusion of the World Summit on Women held in Beijing.

   This is how Peter Jennings announced the news :

   "Finally this evening, our Person of the Week. As we reported elsewhere in this broadcast, the International Women's Conference in China is now over. And the women there, from many parts of the world, will go home and try to inspire others to translate all the talking into action which will benefit women. On this final day of the women's conference, we choose a man. He was on the agenda of the women's conference because he truly understands the value of women."
4. **HONG KONG** : The ASIAWEEK, a weekly international news-magazine has selected as one of the **"Twenty Great Asians (1975 -1995)".**
5. **INDIA** : The Ananda Bazar Patrika a daily leading newspaper of India has selected as one of the **"Ten Great Bangalees of the century" (1900-1999).**
6. **HONG KONG** : The ASIAWEEK, a weekly international news-magazine has selected as one of the **"Asians of the Century (1900-1999).**
7. U.S.A. : The U.S. NEWS a weekly leading news-magazine of U.S.A. has selected as one of the **20 Heroes in the world** in 2001.
8. U.S.A. : Appointed as an **International Goodwill Ambassador for UNAIDS** by the United Nations in June, 2002.

9. BANGLADESH : Elected as a **Fellow of the Society by the Asiatic Society of Bangladesh** in September, 2003.

10. **U.S.A : PBS Documentary : The 25 Most Influential Business Persons of the Past 25 Years**

    Professor Yunus was chosen by Wharton School of Business for PBS documentary, as one of **"The 25 Most Influential Business Persons of the Past 25 Years"** Among others were : Bill Gates, George Soros, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Richard Branson, Warren Buffertt, Michael Dell, Alan Greenspan, Lee Lacocca, Charles Schwab, Frederick Smith, and Sam Walton. PBS aired the programme on January 19, 2004, in their "Nightly Business News".

11. **U.S.A : Profiled in Discovery Channel**

    In 2004, TV Cable Channel *Discovery* produced an autobiography documentary film series titled "Crossings". In each episode it featured **"one individual who made significant contribution to society as a result of certain experiences in life."** Twelve Asians were profiled in this series. Professor Muhammad Yunus was one of them. He was the only one from the South Asian countries. Among others were : Chinese actress-director Joan Chan, international action movie star Jackie Chan, Thai elephant keeper Saudia Shawalla, and Malaysian cartoonist Datuk Laat.

12. FRANCE : Inducted as a **Member of the Legion d' Honuneur** by President Chirac of France in May, 2004.

13. BELGIUM : Appointed as a **Special Advisor** to Hon'ble Mr. Louis Michel, E.U. Commissioner for Development and Humanitarian Aid in March 2005.

14. FRANCE : Awarded **"Professeur Honoris Causa"** by the most prestigious business school of France, HEC, in October, 2005.

15. TURKEY : Addressed the **"Members of the Turkish Grand National Assembly"** at the invitation of the Speaker of the Grand National Assembly Mr. Bulent ARINC, on May 15, 2006.

16. COLOMBIA : Received the **"Key of Bogota City"** from the Mayor of Bogota City, the capital of Columbia in October, 2006.

17. **Colombia :** Addressed **Upper House of Parliament (Senate) and formal conferment of the title of "Knight",** Colombia in October, 2006.

18. CHINA : Appointed as **"Honorary Professor"** by Peking University, China on October, 2006.

Awards Received by Grameen Bank

1. **SWITZERLAND : Aqa Khan Award For Architecture : 1989**

   Awarded Aga Khan Award For Architecture, 1989 by Geneva-based Aga Khan Foundation for designing and operating Grameen Bank Housing Programme for the poor, which helped poor members of Grameen Bank to construct 60,000 housing units by 1989, each costing on an average $ 300.

2. **BELGIUM : King Baudouin International Development Prize : 1993**

   Awarded "The King Baudouin International Development Prize 1992" for its recognition of the role of women in the process of development and the novelty of a financial credit system contributing to the improvement of the social and material condition of women and their families in rural areas.

3. **BANGLADESH : Independence Day Award : 1994**

   Awarded Independence Day Award for outstanding contribution to Rural Development.

4. **MALAYSIA : Tun Abdul Razak Award : 1994**

   Awarded 1994 Tun Abdul Razak Award for the Bank's unique programme to lend money to the poorest of the poor and thus transform the lives of thousands of impoverished people.

5. **UNITED KINGDOM : World Habitat Award : 1997**

   Awarded "World Habitat Award : 1997" by Building and Social Housing Foundation.

6. **INDIA : Gandhi Peace Prize : 2000**

   Awarded "Gandhi Peace Prize :2000" by Government of India.

7. **U.S.A : Petersberq Prize : 2004**

   Awarded "Petersberg Prize 2004" by the Development Gateway Foundation, U.S.A. in 2004.

8. **Norway : Nobel Peace Prize : 2006**

   Awarded "Nobel Peace Prize 2006" in October, 2006.

উত্তরণ

প্রথমবর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৬

সম্পাদক
এনামুল হক

কার্যকরী সম্পাদক
মোহাম্মদ ইউনুস

সূচীপত্র

দ্বিজেন শর্মা ॥ ধর্ম, জাতি, আমরা ১

টিপু সুলতান ॥ অনুবাদ সাহিত্য প্রসংগে ৬

সানাউল হক ॥ ঐক্যতান ১০

টি, এস, এলিয়ট ॥ জোর হাওয়ার রাত: অসংলগ্ন কবিতা ১১

আতাউর রহমান ॥ দু'টি কবিতা ১৪

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ॥ পাখী পড়া ১৫

জহির রায়হান ॥ সেই ক্ষণটুকু ১৬

তাৎসুজো ইশিকওয়া ॥ অব্যক্ত ২২

শওকত আলী ॥ মাহমুদ নীলা ও চন্দন ২৬

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ॥ ব্যক্তিগত ৩৪

এ, কে, নাজমুল করিম ॥ উনবিংশ শতাব্দী ও স্যার সৈয়দ আহমদ ৩৬

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ॥ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা কোথায় ? ৪১

আলাউদ্দিন আল আজাদ ॥ মরক্কোর জাদুকর ৪৬

রাফিকুল ইসলাম, সাদেক খান, মাহমুদ শাহ কোরেশী ॥ সমালোচনা ৫৮

প্রচ্ছদ-শিল্পী ॥ কাইয়ুম চৌধুরী

এনামুল হক কর্তৃক বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা হতে মুদ্রিত ও 'উত্তরণ প্রকাশনী' গ্রীন হাউস, সিদ্ধেশ্বরী, রমনা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

Muhammad Yunus

avec la collaboration d'Alan Jolis

VERS UN MONDE SANS PAUVRETÉ

L'autobiographie du « banquier des pauvres »

traduit de l'anglais par
Olivier Ragasol Barbey et Ruth Alimi

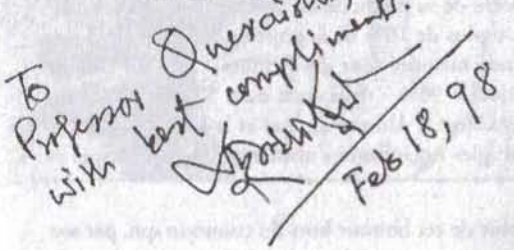

JC Lattès

De l'un des pays les plus défavorisés du monde, le Bangladesh, Muhammad Yunus a suscité une extraordinaire révolution silencieuse qui touche le destin de millions d'individus et passionne les responsables économiques et politiques du monde entier. Sa banque, la Grameen, prête de l'argent aux plus démunis des démunis, à ceux qui n'offrent aucune garantie de remboursements – ni famille ni biens – et qui sont totalement rejetés pas les institutions traditionnelles. Alors qu'un prêt minime leur redonnera le courage et la dignité de s'assumer.

Aujourd'hui, le succès de sa méthode est spectaculaire. Non seulement dans son pays où plus de 10% de la population bénéficie de ses prêts dont la très grande majorité sont des femmes - avec un taux de remboursement supérieur à 90% - mais aussi dans 57 autres nations, dont les Etats-Unis, la Chine, l'Afrique du Sud et la France... Dans le monde entier, de multiples organismes s'inspirent de ses principes et les développent.

Voici l'autobiographie de cet homme hors du commun qui, par son action et par sa pensée, a transgressé les préjugés économiques, politiques et religieux, et a réussi à imposer sa certitude. Pour vaincre la pauvreté, il ne suffit pas de lancer de gigantesques projets, il faut venir en aide au premier maillon de la chaîne économique : l'homme. Et lui redonner espoir.

9 782709 618052

129,00 FF TTC
97.10.45.2742.0
ISBN : 2-7096-1805-2
Maquette : Didier Thimonier

Alcatel is presenting in its Atrium the photographic reportage on the laureates of the Nobel Peace Prizes by Micheline Pelletier, from October 6 to December 11, 2006.

This exhibition is composed of 26 photographs - 100 x 100 cm - with inscriptions.

The whole of my remaining realizable estate shall be dealt with in the following way: the capital, invested in safe securities by my executors, shall constitute a fund, the interest.

The said interest shall be divided into five equal parts.
One part to the person who shall have done the most or the best work for fraternity between the nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses.

The prize for peace will be attributed by a committee of five persons to be elected by the Norwegian Storting.

It is my express wish that in awarding the prizes no consideration whatever shall be given to the nationality of the candidates, but that the most worthy shall receive the prize, whether he be a Scandinavian or not."

Will of Alfred Bernard Nobel written in Paris, november 27, 1895.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Paris, le 13 octobre 2006

Monsieur le Président, cher Professeur

Cher Ami,

C'est avec une immense joie que j'ai appris l'attribution du Prix Nobel de la Paix à vous-même et à la Grameen Bank que vous avez fondée.

En vous rendant hommage, le Comité Nobel salue une grande réalisation de solidarité, de développement et de paix. Il récompense aussi l'originalité, la justesse et la détermination de votre action pour développer la micro-finance. Il donne une impulsion nouvelle à cet exceptionnel instrument de solidarité appelé à se diffuser plus encore dans le monde.

Vous, le visionnaire "banquier des pauvres", avez par votre démarche à la fois intelligente et généreuse, fondée sur la dignité de l'Homme, réussi à allier esprit d'initiative et responsabilité sociale. La priorité que vous avez donnée aux femmes dans l'activité de la Grameen Bank, dont elles représentent 97 % des bénéficiaires, s'est également révélée un élément essentiel du succès de votre action.

C'est pourquoi je suis heureux qu'en appui de votre action, la France ait pu agir pour le rayonnement mondial de la micro-finance et que nous ayons pu en favoriser le développement comme instrument de réinsertion et de lutte contre l'exclusion.

En vous renouvelant mes plus vives félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, cher Professeur, l'expression de ma haute considération.

Avec ma très cordiale estime, mes compliments et mes sincères amitiés,

Jacques CHIRAC

Monsieur Muhammad YUNUS
Prix Nobel de la Paix

প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট

প্যারিস, ১৩ই অক্টোবর, ২০০৬

মিস্টার প্রেসিডেন্ট, প্রিয় প্রফেসর

"প্রিয় বন্ধু",

এক অপরিমেয় আনন্দের সঙ্গে আমি অবহিত হলাম যে, আপনি স্বয়ং এবং আপনার প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

আপনাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে, নোবেল কমিটি অভিবাদন জানায় সংহতি, উন্নয়ন এবং শান্তির এক বিপুল বাস্তবায়নকে। কমিটি আরও পুরস্কৃত করে স্বল্পঋণ ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করার জন্য আপনার কার্যক্রমের মৌলিকত্ব, যাথার্থ্য এবং সংকল্পকে। কমিটি এই ব্যতিক্রমী সংহতিসমৃদ্ধ ব্যবস্থাপনাকে দিয়েছে এক নতুন উদ্দীপনা যাতে তা বিশ্বে আরও বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে।

স্বাপ্নিক 'গরীবের ব্যাংকার'-রূপে আপনি যুগপৎ বুদ্ধিমত্তা ও ঔদার্যের পথে অগ্রসর হয়ে মানবিক মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক দায়িত্বশীলতা ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রবৃত্তির সঙ্গে একাত্ম এবং সফল। যে অগ্রাধিকার আপনি গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকান্ডে মহিলাদের প্রদান করেছেন - যার ফলে ওঁদের প্রতিনিধিত্ব দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯৭ জনের অংশীদারিত্বে এবং একই সঙ্গে যা আপনার কাজের সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত উপাদানরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

আমি আনন্দিত যে আপনার কাজের দৃষ্টান্তে ফ্রান্স স্বল্পঋণের ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা অর্জনে এগিয়ে চলেছে এবং আমরা উন্নয়নকে অধিকতর সহযোগিতাদানে সক্ষম হয়েছি। এতে পুনঃপ্রদানের ও পরিহার পদ্ধতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

আপনাকে পুনরায় আমার উষ্ণতম অভিনন্দন; মিঃ প্রেসিডেন্ট, প্রিয় প্রফেসর, আপনাকে আমার উচ্চ বিবেচনা নিবেদন করছি।

"আমার অতি আন্তরিক সম্মান,
আমার অভিবাদন এবং আমার বিশ্বস্ত বন্ধুত্বসহ"

জাক্ শিরাক্

(টাইপ করা চিঠিতে ডবল উদ্ধৃতি-চিহ্ন বিশিষ্ট অংশ রাষ্ট্রপতি শিরাকের স্বহস্তে লিখিত)।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]
[illegible]"

[illegible]

[illegible]